

কালীপুজো উদ্বোধনে মমতা

দুরন্তবার্তা,৮নভেম্বরই কালীপুজোর সশরীরে মণ্ডপ গিয়েই উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে নবান্নে। তারপরেই পুজো উদ্বোধনে নামবেন তিনি।এবছর, কালীপুজো ১২ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার। তবে বিখ্যাত পুজোমণ্ডপগুলি আগে থেকেই খুলে দেওয়া হয় দর্শনাধীর্দের জন্য। আর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই তার সূচনা হয়ে যাবে আজ থেকে। সন্সত্রের খবর, বুধবার বিকেলে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সন্ধ্যাবেলায় কালীপুজোর উদ্বোধন করতে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার প্রথমে যাবেন তিনি জানবাজারে। বিকেল ৫.৩০ নাগাদ এই পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। এখান থেকেই উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের সঞ্জয় বস্টীর পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। এখান থেকেই উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের সঞ্জয় বস্টীর পুজোর উদ্বোধন করবেন

বিহারের পশু খাদ্য কেলেকারির সঙ্গে বালু-কাণ্ডের যোগ নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ৮ নভেম্বরঃপ্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারের পরই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, পশুখাদ্যে লালু, মানুষের খাদ্যে বালু। ইডির তদন্তে তেমনই যোগসূত্র উঠে আসছে বলে খবর।পশ্চিমবঙ্গের রেশন দুর্নীতির তদন্তে এবার নয়।মোড়া জুড়ে গেল বাংলা ও বিহার। রেশন দুর্নীতির সঙ্গে সোমবার বিহারের পশু খাদ্য কেলেকারি মামলার সম্ভাব্য যোগ পেল তদন্তকারী সংস্থা। পশু খাদ্য দুর্নীতি মামলার মূল অভিযুক্তদের নাম জড়াল রেশন দুর্নীতিকণ্ডেও। এমনকই দাবি ইডি-রাজ্যোতিয়র প্রাক্তন আস্ত সহায়ক অভিজি দাসের বাড়িতে তল্লাশির সময়ে একটি ফেরন ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে। সেখানে ডায়েরির কার্খত প্রতি পাতায় লেখা রয়েছে ‘ শব্দ। আর তাকে ঘিরেই রহস্য। কারণ সেই শব্দের নীচেই লেখা রয়েছে একাধিক ব্যক্তির নাম।ইডির দাবি, রেশনকাণ্ডের তদন্তে যে সংস্থার নাম উঠে এসেছে, সেই অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের দুই ডিরেক্টর দীপেশ চন্দক ও হিতেশ চন্দক ১৯৯৬ সালে বিহারের পশু খাদ্য দুর্নীতি মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হন। পরেই হামলায় রাজসাক্ষী হয়ে তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান।সূত্রের খবর, ওই মামলায় দীপেশ বয়ান মেনে, তিনি ৬০ কোটি টাকা লালুপ্রসাদ যাদবকে দিয়েছিলেন। ইডি-র দাবি, দীপেশ ও হিতেশ চন্দক মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চন্দকদের রাইস মিল ও আটা কলে রেশনের চাল এনে, গম ভাঙিয়ে তা প্যাকেটবদ্ধ করে খোলা বাজারে বিক্রি করা হত বলে কেশ্ট্রীয় এজেন্সির দাবি।সূত্রের খবর, অভিযানে উদ্ধার করা ডায়েরিতে একের পর এক চাল কল, গম কল মালিকের নাম লেখা রয়েছে। নাম রয়েছে এক গুচ্ছ ব্যবসায়ীরা। সেই সব তথ্য ধরেই একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা চালায়িচ্ছে ইডির তদন্তকারীরা।

প্রখ্যাত সমাজকর্মী শার্দূল সিং জৈন প্রয়াত

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ১ প্রয়াত বরিষ্ঠ আয়কর উপদেষ্টা এবং সুপরিচিত সমাজকর্মী শার্দূল সিং জৈন (ভুতোড়িয়া)। সোমবার কলকাতায় তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। লাদুনুর বাসিন্দা। প্রয়াত আসকারিজি ভুতোটড়িয়ার ছেলে শার্দূল সিং জৈন কলকাতার সামাজিক ও শিল্প ক্ষেত্রে একজন দক্ষ এবং সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর দক্ষ কর্মশৈলী দিয়ে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে শীর্ষে নিয়ে যান। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন, কন্যা প্রভা জৈন, পুত্র রাজেশ এবং ও পুত্রবধূ নীনা, নান্ডি সিদ্ধান্ত, নাতনি শিখা-জামাই দেবংশি আগরওয়াল, দৌহিত্র পরীক্ষিত সহ পুরো পরিবার।শার্দূল সিং জৈন রাজস্থান কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন এবং শ্রী সচিচ্যা। মাতা মন্দির (গুরুসদয় রোড), লাদনুন ন্যাশনিক পরিষদ, অভিনব ভারতী স্কুল, ওসওয়াল নবযুবক সমিতির ট্রাস্টি ছিলেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মেমোরিয়াল কমিটি, বিবিডিবাগের মতো অন্যান্য সামাজিক সংগঠনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন।কলকাতা দক্ষিণ পশ্চিম অংশের সংঘের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।রাজস্থান কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক, অরুণ প্রকাশ মাল্লাগুপ্তা বলেন, শার্দূল সিং জৈনের মৃত্যুতে আমরা আমাদের একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ, পথপদর্শক এবং দক্ষ নেতাকে হারালাম।

ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্নঃউপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ৪ বিশ্বের মধ্যে ভারত হয়ে উঠবে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন, বলে মন্তব্য করেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়া। গত সোমবার উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় রাজস্থানের সৈনিক স্কুলের পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে এই দশকের শেষের দিকে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। উপ-রাষ্ট্রপতি দত সোমবার রাজস্থানের সৈনিক স্কুল, ঝুনঝুনুর ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই পড়ুয়াদের উদ্দেশেই জগদীপ ধনখড় সোমবার অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবৃতি দেন।রাজস্থানের সৈনিক স্কুলের এই পড়ুয়ারাই সংসদ ভবন আনেক্সিতে সংসদ ভবন দেখতে এসেছিলেন।

নীতীশ কুমারের বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ৪ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মেয়েদের শিক্ষিত করার ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বক্তব্যকে গিরে মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়েছে। বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশন, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্যের জন্য দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা

চাওয়াও দাবি জানিয়েছে কমিশন।বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানিয়েছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর গতকালের বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অপমানজনক। উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, তিনি যেভাবে বিধানসভায় মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলেছেন তা সি গ্রেড ফিল্মের সংলাপের মতো। কমিশন

মানব পাচার মামলায় ১০টি রাজ্যে এনআই অভিযান

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ৪জাতী তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) বুধবার মানব পাচার মামলায় ১০টি রাজ্য জুড়ে অভিযান শুরু করেছে। এই দশটি রাজ্য হল, ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, পুদুচেরি, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরা এই

অভিষেককে ফের সমন, বৃহস্পতিবার ইডি দফতরে হাজিরা দেবেন তৃণমূল সাংসদ

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ইডি ফের ডেকে পাঠালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ইডি দফতরে যাবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তেই অভিষেককে ডেকে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সন্নিয়োগ তদন্তে নেমে গত ৬ অক্টোবর অভিষেককে ইডি ডেকেছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকার কারণে সে বার তিনি যাননি। গত ৯ অক্টোবর

তাঁকে আবার তলব করে ইডি। সে বারও হাজিরা দেননি অভিষেক। গত ১০ অক্টোবর আদালতের নির্দেশে নিজের সম্পত্তির খতিয়ান ইডিকে দেন অভিষেক। তার পর পুজো পর্ব মিটতেই আবার ইডির তলব পেলেন অভিষেক। এই যাত্রায় তিনি ইডির দফতরে যাবেন বলে জানিয়েছে তৃণমূল। এর আগে অবশ্য অভিষেকের মা, বাবা, স্ত্রী এবং আশুসহায়ককে তলব করেছিল ইডি। অভিষেকের স্ত্রী এবং আশুসহায়ক ইডির কাছে হাজির হয়েছিলেন।গত

হু'মাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআই অভিষেককে একাধিক বার তলব করেছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ২০ মে অভিষেককে তলব করে নেই সিবিআই। তখন তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রা কর্মসূচি চলছিল। ১৩ জুন নবজোয়ার যাত্রার মধ্যেই অভিষেককে আবার ইডির তলব। ১৩ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ার সমস্বয় কমিটির বৈঠকের দিন অভিষেককে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। ইন্ডিয়ার

বৈঠকে প্রতি বাদস্বরূপ অভিষেকের ঘোরা আপাণ্ডো ফাঁকা রাখা হয়। ৬ অক্টোবর দিল্লিতে তৃণমূলের ধর্না ছিল। সে দিনই অভিষেককে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু অভিষেক সে বার হাজিরা দেননি। ৯ অক্টোবর আবার তলব ইডির। ইডির নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টে অভিষেক। আদালত সম্পত্তির নথি ইডির কাছে জমা দিতে বলে অভিষেককে। ১০ অক্টোবর অভিষেক ইডিকে নথি জমা দেন।

খরচ বাঁচাতে ছটপুজোর আলোতে কাটছাঁট পুর সভার

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বরঃ গত বছর আলোবান্দ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল কলকাতা পুরসভারতবে এ বছর ছটপুজোর আলোর খরচ ৩৫ লক্ষের মধ্যে বঁধতে চাইছে তারা। খরচ বাঁচাতে আপাতত দুটো দিকে বিশেষ নজর দিয়ে পুরসভা। ২০২২ এ ডড ঘাটপিছ ৫০ হাজার টাকার আলো লাগানো হয়েছিল। এবার সেখানে ৩৫ হাজার বড়জোর চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে সম্পূর্ণ আলোর ব্যবস্থাক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। দ্বিতীয়ত, ছট পুজোর আলো চারদিনের বেশি না রাখার

সিদ্ধান্ত নিয়েছে দফতর।১৭ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর ছট পুজো। মেয়র পারিষদ (আলো) সন্দীপ রঞ্জন বস্তু জানিয়েছেন, পুজোর দিনগুলিতে আলো ঝলমলে থাকবে ঘাট। কিন্তু পুজোর পরে অথবা অতিরিক্ত আলো লাগিয়ে খরচ করার দিকে হুট করে না পুরসভা। ২০ নভেম্বর ছটপুজো মিটে দইঘাট, নিমতলা ঘাট, বিচালি ঘাট, খিদিরপুরের সামনে আদি গঙ্গা ঘাট, তন্তুনা ঘাট, বাগবাজার ঘাট, বাবু ঘাট, কু মারটুলি ঘাট, মায়ের ঘাট।শুশ্রূষ ঘাট নয়, একাধিক

তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে পুরসভার হাতে। এগুলোয় আলোর বন্দোবস্ত করতে হবে। যার মধ্যে নথি ডিভিশন ডিসি অফিস ছাড়াও রয়েছে বাজে কমমতলা ঘাট, গোয়ালিয়র ঘাট, দইঘাট, নিমতলা ঘাট, বিচালি ঘাট, খিদিরপুরের সামনে আদি গঙ্গা ঘাট, তন্তুনা ঘাট, বাগবাজার ঘাট, বাবু ঘাট, কু মারটুলি ঘাট, মায়ের ঘাট।শুশ্রূষ ঘাট নয়, একাধিক

আইএসএফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বরঃ গত কয়েক দিন ধরেই বঙ্গ রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নাম। ওই কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাধী হতে পারেন আইএসএফের নওশাদ

সিদ্দিকী। জল্পনা শোনা যাচ্ছে, সরাসরি না হলেও পরোক্ষে ওই কেন্দ্রে নওশাদকে সমর্থন করতে পারে বিজেপি। আইএসএফ কে সমর্থনের প্রস্তে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন ডায়মন্ড হারবারের আইএসএফকে সমর্থনের পশু নেই।

আবার পরমুহুর্তে নিজেই নওশাদ ‘ লাহিরের প্রশংসা করে বুঝিয়ে দিলেন, বিধানসভার অন্দরেও আইএসএফ বিধায়কের সঙ্গে বোঝাপড়া রয়েছে তাঁরা।শুভেন্দু বলেন,একটা কথা বলতে পারি, আইএসএফের লড়াইটা আমি

পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতের পরে দেখেছি। ওরা সিপিএমের মতো, কংগ্রেসের মতো সেটিং করে আসেনি। বেসালুক, মুন্সই, পটনার সেটিংয়ের রাজনীতি করে না। শুভেন্দুদ বক্তব্য, একটা লাইন না বললেই নয়। এটা বললে হয়তো

কলকাতায় গিয়ে. আমাদের এখানকার প্রান্তিক এলাকার ছেলেমেয়েদের নাচ শেখা অসম্ভব প্রায় তাই আমাদের সুদীপ ডাল একাডেমির পক্ষ থেকে এই তিন দিনের ডাল ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে বিভিন্ন ধরনের ডাল ফর্মের মধ্য দিয়ে আমরা গঙ্গারামপুরে এই ওয়ার্ক শপে সাক লকে বিভিন্ন ধরনের ডাল শেখাবো। আগামী দিনে আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয় এই ডাল ক্যারিয়ার নিয়ে। এদিন গঙ্গারামপুরে এই ডালের ওয়ার্কশপে উপস্থিত হওয়া ডাল বাংলা ডাল খ্যাত কোরিওগ্রাফার সূদীপ সিংহ রায় জানান আমাদের এই তিন দিনের ডাল ওয়ার্কশপ চলবে গঙ্গারামপুরে, মূলত



‘ভিভির প্রাপ্তে নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে সুদীপ ডাল একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা। সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের উন্নত নৃত্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে ওয়ার্কশপের আয়োজন করলো সুদীপ ডাল একাডেমী। বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই

ওয়ার্কশপ চলবে আগামী তিনদিন পর্যন্ত। এ বিষয়ে ড্যান্স বাংলা ড্যান্স খ্যাত কোরিওগ্রাফারঅ্যালেনপ্যারিস এবং সুদীপ ডাল একাডেমির কর্ণধার সূদীপ সিংহ রায় জানান আমাদের এই তিন দিনের ডাল ওয়ার্কশপ চলবে গঙ্গারামপুরে, মূলত

এল কে আডবাণীর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছা



কলকাতা, ৮ নভেম্বর, ৪ লালকৃষ্ণ আডবাণীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার প্রধানমন্ত্রী এন্ড হ্যাণ্ডলে লিখেছেন, শ্রী এল কে আডবাণী জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি সততা এবং উৎসর্গের আলোকবর্তিকা যিনি আমাদের জাতিকে শক্তিশালী কার মত অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার দূরদর্শী নেতৃত্ব জাতীয় অগ্রগতি ও একাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। জাতি গঠনের প্রতি তাঁর প্রচেষ্টা ১৪০ কোটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

দুটো হাত বেঁধে কারও ঝোলা সম্ভব নয় !বাঁকুড়ার বিজেপি নেতার মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত চান শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বরঃ বাঁকুড়ার বিজেপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় ক্রমেই রহস্য দানা বাঁধছে, এই আবহেই বিবেক্ষারক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার দাবি, বিজেপি নেতা তথা পঞ্চায়েতের প্রাধীকে আসলে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতৃত্বের দিকেই আঙুল তুলেছেন শুভেন্দু। বুধবার সকালে বাঁকুড়ার নিধিরামপুর গ্রামে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই নেতার দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ দাবি করছে, এক মহিলার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জেরে খুন হয়ে থাকতে পারেন শুভদীপ মিশ্র ওরফে দীপু নামে ওই নেতা।স্মৃটনার পর এন্ড হ্যাণ্ডলে একটি পোস্ট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে, তা বরাদ্দ করতে পেরেই এভাবে খুন করেছে তৃণমূল নেতা। একইসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের কী ভূমিকা আছে, তা খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি।নদীপ্রাণের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর মতে, পুলিশ এই ঘটনায় প্রশ্ন নষ্ট করতে তপর থাকবে, তাই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক ছদ্দা বাড়িউও। যদি তৃণমূল নেতারা মনে করছেন, এটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।উল্লেখ্য, স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশ দীপু মিশ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা সামনে আনছেন। অভিযোগ উঠছে সেই মহিলার বিরুদ্ধে। বিবাহিতা ওই মহিলার পরিবার বারবার দীপুকে প্রাণে মারার হুমকি দিত বলে অভিযোগ।

খাস কলকাতার বহুতলে উদ্ধার প্রবীণ দম্পতির দেহ

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বরঃ গড়ম্বা থানা এলাকার এক বহুতল থেকে বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে,স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আত্মহত্যা করেছেন। উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নেটও। তবে কী কারণে তাঁরা কখন পথ বেছে নিলেন তা এখনও জানা যায়নি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।স্তুপুলি ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সুধনা প্রামাণিক (৬৫) ও সর্বিতা প্রামাণিক (৬০) এলাকার বেশ পরিচিত ছিলেন। গড়ম্বা থানা এলাকার পূর্বাচল রোডের এক বহুতলের বাসিঃদা। ছেলে, বউমা ও নাতিকে নিয়ে তাঁদের সংসার। চলতি মাসের ৬ তারিখ বাবা-মাকে রেখে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন দম্পতির ছেলে। বুধবার সকালে ফিরেছেন তাঁরা। স্জ্ঞানা গিয়েছে, বাড়ির সদস্যরা আজ সকালে এসে কোনও শব্দ না পাওয়ায় অন্য চাবি দিয়ে ঘর খুলতেই ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। দেহে পচন ধরেছিল বলে খবর। মিলেছে সুইসাইড নেটও। সেখানে দম্পতি দাবি করেছেন, তাঁদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। এমনকী, বাড়ির কোন চাবি

গৃহবধূর মৃত্যুতে রহস্যের দানা বাঁধল

মালদা,৮নভেম্বরঃ গৃহবধূর মৃত্যুতে রহস্যের দানা বাধল মালদার রত্নয়ার জামনগর গ্রামে। বুধবার সকালে গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ তুলে পুলিশে অভিযোগ করে মৃত্যুর পরিবার। যদিও ধুর কাছে হাঃসুয়া ও বিশ্বের বোতল ভিডিয়াে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্তুপুলি জানিয়েছে মৃত্যুর নাম বিউটি বিবি(২১)। তাঁর দো মাস আগে গ্রামের জামনগরের যুবক জিয়াউল রহমান সঙ্গে বিয়ে হয়। জিয়াউল বিউটির দ্বিতীয় স্বামী। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিয়েদের পরে জিয়াউলকে বিয়ে করেন বিউটি। তাঁর এক মেয়েও রয়েছে। অভিযোগ,বিউটিকে মেনে নিতে চাইনি জিয়াউলের পরিবার। শু্য দিন বিউটিকে অটেন্ডনা অবস্থায় পরিবার প্রথমে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানান। পরে,বিউটির পরিবার পুলিশে স্বামী ও শশুর বাড়ির বিরুদ্ধে তাঁকে খুনের অভিযোগ করেন। যদিও বিউটির একটি ভিডিয়াে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সে ভিডিয়ায় দেখা যায়, বিউটি হাঃসুয়া এবং বিশ্বের বোতল নিয়ে বারি উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। খুন ও নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সরকারি হাসপাতাল থেকে উদ্ধাও বিচারাধীন বন্দি

দুরন্ত বার্তা,৮নভেম্বঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ উখাও হয়ে যান দমদম সংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দি। দমদম সংশোধনাগারের দুই ওয়ার্ডনে দায়িত্ব থাকার পর,বিউটির পরিবার পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের হোখ এড়িয়ে পালালেন বিচারাধীন বন্দি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্ভববিচারাধীন বন্দির নাম মহম্মদ সাজ্জাদ (২৮)। বিধাননগরের ইলেক পার্ক থানার একটি মামলার বিচারাধীন ছিলেন। দমদম সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। চলতি মাসের ৪ তারিখ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিবিওবিসএ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। তার পর থেকে জেলের দুই ওয়ার্ডনে নজরদারিতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সাজ্জাদ। এদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে তাঁর খোজ মেলেনি। পুলিশের ধারণা, ওয়ার্ডে নদের চোকে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়েছেন।জানা গিয়েছে, হাসপাতালে বন্দির নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন দমদম সংশোধনাগারের ওয়ার্ডেন শিশির বিশ্বাস এবং সাজ্জাদ শেখ। তাঁদের সিদ্ধাস্তাবাদ মতোভাবে তদন্তকারী। তবে যেভাবে পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দি চম্পট দিলেন, তার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা এবং পুলিশের তরপতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে সিসি টিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বন্দির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দিতে পারলেন না মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী

ইফল, ৮ নভেম্বর ৪ মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ৪০টি কেন্দ্রে মোট ১২৭৬টি বুথে ভোট চলছে। ভোট উপলক্ষ্যে কাচ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মিজোরামকে। রাজ্যের সীমানা সিল করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে ভোট দিতে সকাল-সকাল বুথে যথেষ্ট ভিড়। যদিও এদিন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দিতে পারলেন না মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরোমথাঙ্গা।মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এদিন সকাল সকাল ভোট দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আইজলের বুথ থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, তিনি ভোট দিতে পারেননি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোট দেওয়া সম্ভব হয়নি। বুথ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, সকালের কাজ সেখানে পরে এসে ভোট দেননি। ভোটকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জোরোমথাঙ্গা এ-ও জানিয়েছেন, তাঁর দল এমনএফের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের কোনও যোগ নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,৯নভেম্বর ৪বৃহৎবার, ২২কার্তিক মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯নভেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ৫২১৩, সৌরঃ২২কার্তিক মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২১কার্তিক মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২২কার্তিক মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ ১১৪ শজিব্, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১ঃ২১ঃ৬ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ /তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃজিৎগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৫ঃ২১ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ১০ঃ৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫০ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ০১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ২২ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ১১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫৫ পর্যন্ত।গ্রহচক্ৰি (সূর্য) উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃদম্বঃ ২২১৫ঃ২৫০ (৭) ১ পদঃঙ্গলঃ ৯২৭৫ঃ৩৫৯ (২৬) ২ পদঃবঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০২৯ঃ৯২২৬ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০৮৭১৬ (২৪) ১ পদঃশনিঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৬) ১ পদঃরাহুঃ ১২২৭ঃ৬০ (৬) ২ পদঃকেতুঃ ৭২২৭ঃ৬ (১৬) ৪
আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রি সেলসিয়াস ও (২১) সর্বনিম্ন ২১.০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও (১১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতাংশ এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হতেই বুধবার। জ্যোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত্৮টা ২০মিনিট হবে। জটী-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টো ২১ মিনিট।
রাশিফল
মেষরাশিঃধুমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। চাঁদাশ্বাস লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না।শুভর্নির্ন বৃষত রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দুঃতার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। সংসারে শান্তি হবে আশ্চর্য নিথুন রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উজ্জল অবস্থা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত ব্লু এনে দেবে আজ। সিংহ রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে।কন্যারাশিঃগাওঁ পরিভ্রাণ আনবে। বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সঠিক উপদেশের খোঁজ করুন। আপনি আরামকাল এবং তুলনা রাশিঃআপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্রান্ত এবং অবসর হয়ে পড়বেন।বৃশ্চিক রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সহসারের সমন্বয়ত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় ধনু রাশিঃ সংসারে শান্তি আসতে পারে আজ থেকে হবেই। শুভ মকর রাশিঃপ্রগাছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। আকস্মিক টানাকড়ি কুস্ত রাশিঃমদ্যপান করবেন না-এতে ঘুরের ব্যাঘাত হয় এবং গাা বিশ্রাম হয় না। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় মীন রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আগে মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখে।। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই- কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার চেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার

‘কালী’কোথায় মায়ের অবস্থান কখন হয় পূজো, জানেন কী?

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : এলাকাবাসীদের কাছে ‘কালী’ নামেও পরিচিত। তিন জমিদার অর্থা সাউ, বল্লভ এবং গাইনরা সমগ্র বসিরহাট সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় জমিদারি করেছেন সেই মোঘল আমল থেকে। তাদের প্রচলিত দুর্গাপূজো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তারা যে এক কালী পূজোরও সূচনা করেছিলেন সে কথা কিন্তু অনেকেই অজানা। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২নং ব্লকের ধান্যকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাটিয়া শ্মশান কালী পূজার সূচনা করেছিলেন ধান্যকুড়িয়ার ওই তিন জমিদার। বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে শ্মশান কালী পূজিত হয়ে আসছেন কয়েকশো বছর ধরে। এখানকার কালী প্রতিমা শ্যামা পূজার দিন সকালেই মন্দিরে অধিষ্ঠীত হন। আবার রাতে পূজোর পরে ঠিক ভোরেই একদিনের মধ্যেই তাকে পুনরায় বিসর্জন দেওয়া হয় বিদ্যাধরী নদীতে। এলাকাবাসীদের কাছে তাই তিনি ‘ কালী’ নামেও পরিচিত। এই প্রতিমার বিশেষত্ব যে, এই কালীর নিচে থাকেন না মহাদেব। ফলে তার জিভও বার করা অবস্থায় থাকে না। কারণ এলাকাবাসীরা জানান, এই মা নাকি আইবুড়ো অর্থা অবিবাহিত। মহাদেবের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে রূপ নিয়েই এখানকার কালীর আগমন ঘটে। প্রতিবছর কালী পূজার দিন আশপাশের ধান্যকুড়িয়া, কচুয়া, আড়বেলিয়া ও বাদুড়িয়া সহ বসিরহাট ও কলকাতা এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। বিশেষ করে যে সমস্ত পরিবারের পরিজনদের এই মাটিয়া শ্মশানে দাহ করা হয় সেই পরিবারের সদস্যরা, তাদের পরিবার ও পূর্বপুরুষদের শান্তি কামনায় এখানে পূজো দেন। অনেকে আবার মানতও করেন। তাঁদের বিশ্বাস মাটিয়া শ্মশানের এই কালী অত্যন্ত জাগ্রত। জমিদারি প্রথা লোপ পাতয়ার পর থেকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ উদ্যোগী হয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই পূজো করে আসছেন।

ভোটের আগেই গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তুকি বাড়ানোর ভাবনা কেন্দ্রের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : দেশের লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও বড় দ্বন্দ্বান্ত নিতে পারে কেন্দ্র সরকার। সম্প্রতি, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্রাহকদের ভর্তুকি বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার আগে রাখির সময়ে



সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও এলপিগিজ-র দামে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এরপর ফের একবার মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, যে গ্যাসের দামে আরও ছাড় দিতে পারে মেদী সরকার। একইসঙ্গে, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহককে নিয়ে আসার দিকেও মনোনিবেশ করেছে সরকার। মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্ৰেক্ষিতেই সরকার গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তুকির ঘোষণা করতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসে দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.২০ শতাংশ। সরকার আরবিসাইকে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। এর আগে জুলাই মাসে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার রেকর্ড উচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। জুলাইতে দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৭.৪৪ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে সিল্লিতে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম রয়েছে ৯০৬ টাকা। উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় সুবিধাভোগীরা বছরে ১২টি সিলিন্ডারে ৬০০ টাকা করে ভর্তুকি পান। বর্তমানে কলকাতায় গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দাম রয়েছে ৯২৯ টাকা। উজ্জ্বলা যোজনার ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের দাম রয়েছে ৬২৯ টাকা। কারণ এই যোজনায় ৬০০ টাকা ভর্তুকি দেয় সরকার। দেশে এখন প্রায় ৯.৬ কোটি কম আয়ের পরিবারকে সরকার উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ভর্তুকি দেয়। সম্প্রতি, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এই ভর্তুকির পরিমাণ ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। আগের মাসেই কেন্দ্রের তরফে ৭৫ লাখ মহিলাকে নতুন করে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এলপিগিজ কানেকশন দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর দেশে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় সুবিধাভোগীরা সংখ্যা ১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সরকারি ভর্তুকি আরও বৃদ্ধি করলে সরাসরি ১০ লাখ পরিবার উপকৃত হবে।

৩.৫ লাখেরও বেশি যাত্রী ‘রাইড কলকাতা’ অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ৮ নবেম্বর : ‘রাইড কলকাতা অ্যাপ’ আরেকটি মহিলাফলক সর্শ করছে। দেড় বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সাড়ে তিন লাখেরও বেশি যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা বাড়ি থেকে যেকোনো সময় কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ‘রাইড কলকাতা’ অ্যাপটি ০৫.০৬.২০২২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ০৬.১১.২০২৩ পর্যন্ত, গুগল প্লে স্টোর থেকে ৪.৬ রেটিং সহ মোট ৬,৫৭,৫৪৬ জন যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই চিত্রটি এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটিফর্ম টেলিভিশনগুলিতে দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করেছেন। গুগল প্লে স্টোর এবং তাদের বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখাচ্ছে।

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে নদী ভাঙনের ফলে নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দোকান ঘর

সুদেষ্ণা মন্ডল, ঝড়খালি, ৮ পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় নভেম্বর : সুন্দরবনের মধ্যে অত্যন্ত সুত্রে জানা যায় , গত কয়েক দিন জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল বাসন্তী থেকে ঝড়খালি জেটিঘাট সংলগ্ন



ব্লকের ঝড়খালি। হেডোভাঙা নদীর লাগোয়া ঝড়খালি পর্যটনকেন্দ্রে শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। প্রাকৃতিক রোদের মুখে পড়ল পর্যটন কেন্দ্র লাগুয়া বাবাসায়ীরা। নদী ভাঙনের ফলে রাতের ঘুম উড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ঝড়খালি। আতঙ্কিত হয়ে

মাতলা নদী পাড় আচমকায় ধস নামে। ধসের জেরে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় একটি ব্যবসায়ী ইউনিয়ন অফিস ও একটি দোকান ঘর এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাছ। এরপর গতকাল গভীর রাত্রে নদী ভাঙনের জেরে ঝড়খালি জেটিঘাটের রাস্তাটি বেশ পানিক্ষুণ্ন হয়েছিল। যায় এবং তলিয়ে যায় ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম গোট।

সাইকেল-মোটর সাইকেল সারিয়ে সংসার টানছেন বাস্তবের লক্ষী

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৮ নভেম্বর : শুধু নামেই নয় কাজেও লক্ষী, উত্তর ২৪ পরগনার হিন্দলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাটির বাসিন্দা লক্ষী বৈদ্যা। হাতুড়ি, রেঞ্জ,স্কু ড্রাইভার হাতে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার এই লক্ষী নিজের কার্ধেই তুলে নিয়েছেন সংসারের দায়িত্ব। ছোট থেকেই অভাব অনটন ছিলো নিতা সঙ্গী। উপরি পাওনা বলতে ছিলো প্রায়সই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্য্য। ছোট থেকে সমস্ত প্রতিকূলতা কে হার মানিয়ে বাস্তবের রুঢ় মাটিতে জীবন যাপন করেছেন লক্ষী। বিয়ের পরও অভাব অনটনের মধ্যেই কাটতে থাকে দিন। কোল আলো করে আসে সন্তান। সন্তানদের ভালোভাবে প্রতিপালন করতে দরকার অর্থ, দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে চোখের জল না ফেলে বা ভাগ্যের পরিহাস বলে কোনোরকমে জীবন না কাটিয়ে দিয়ে,সংসারের আয়,সমৃদ্ধি তে নিজেই সামিল হন হিন্দলগঞ্জের লক্ষী। স্বামীর সাথে মেকানিক এর কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করেন সে। ক্রমেই



ইত্যাদি মেরামতির কাজ অবলীলায় করে ফেলেন লক্ষী। স্বামী স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় মুখ তুলে চান দেবী লক্ষী। ধনবর্ষণ না হলেও বর্তমানে এই দোকান চালিয়ে ভালো-মন্দে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে সে। হাঁসি কিরেছে লক্ষীর সংসারে। লক্ষী বৈদ্যা জানান,বিয়ের পর কুড়ি বছর ধরে এই কাজ করছেন তিনি। ফুটপাথরে এই দোকানের উপর নির্ভর করেই

কথায় অন্য জায়গায় ভ্যানের লিক সারাই করার পর সমস্যা হলেও,এখানে লিক সারাই করলে তিনি এত যত্ন সহকারে কাজ করেন যে কোনো সমস্যা হয়না। লক্ষী পুজোর আগে, বিশ্বকর্মার যন্ত্র সমূহের সাহায্যে সংসারের হাল ধরে চলা এই লক্ষীর জীবনযুদ্ধ কে অনুপ্রেরণা হিসাবেই দেখছেন স্থানীয়রা।

সাইকেল-মোটর সাইকেল সারিয়ে সংসার টানছেন বাস্তবের লক্ষী

দূরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৮ নভেম্বর : শুধু নামেই নয় কাজেও লক্ষী, উত্তর ২৪ পরগনার হিন্দলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাটির বাসিন্দা লক্ষী বৈদ্যা। হাতুড়ি, রেঞ্জ,স্কু ড্রাইভার হাতে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার এই লক্ষী নিজের কার্ধেই তুলে নিয়েছেন সংসারের দায়িত্ব। ছোট থেকেই অভাব অনটন ছিলো নিতা সঙ্গী।উপরি পাওনা বলতে ছিলো প্রায়সই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্য্য। ছোট থেকে সমস্ত প্রতিকূলতা কে হার মানিয়ে বাস্তবের রুঢ় মাটিতে জীবন যাপন করেছেন লক্ষী। বিয়ের পরও অভাব অনটনের মধ্যেই কাটতে থাকে দিন। কোল আলো করে আসে সন্তান। সন্তানদের ভালোভাবে প্রতিপালন করতে দরকার অর্থ, দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে চোখের জল না ফেলে বা ভাগ্যের পরিহাস বলে কোনোরকমে জীবন না কাটিয়ে দিয়ে,সংসারের আয়,সমৃদ্ধি তে নিজেই সামিল হন হিন্দলগঞ্জের লক্ষী। স্বামীর সাথে মেকানিক এর কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করেন সে।ক্রমেই নিজের ইচ্ছায় সারাই এর কাজ আয়ত্ত করে নেয় সোারান্তার



করে ফেলেন লক্ষী।স্বামী স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় মুখ তুলে চান দেবী লক্ষী। ধনবর্ষণ না হলেও বর্তমানে এই দোকান চালিয়ে ভালো-মন্দে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে সে। হাঁসি কিরেছে লক্ষীর সংসারে। লক্ষী বৈদ্যা জানান,বিয়ের পর কুা বছর ধরে এই কাজ করছেন তিনি। ফুটপাথরে এই দোকানের উপর নির্ভর করেই তাদের সংসার চলে।

আর জি কর হাসপাতাল থেকে পালাল এক বন্দি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : হাসপাতাল থেকে উধাও হল বিচারাধীন বন্দি। বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাক্রী ঘটে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দমদম সংশোধনাগারের দুই ওয়ার্ডেনে দায়িত্বে থাকার পরও কীভাবে পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে পালালেন বিচারাধীন বন্দি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিচারাধীন বন্দির নাম মহম্মদ সাজ্জাদ (২৮।)

বিধানগরের ইকো পার্ক থানার একটি মামলায় বিচারাধীন ছিলেন। দমদম সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। চলতি মাসের ৪ তারিখ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিরিওবিএস ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর থেকে জেলের দুই ওয়ার্ডেনের নজরদারিতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সাজ্জাদ। বুধবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে তাঁর খোঁজ মেলেনি। পুলিশের থানার, ওয়ার্ডেনদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়েছেন। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, হাসপাতালে বন্দির নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন দমদম সংশোধনাগারের ওয়ার্ডেন শিশির বিশ্বাস এবং সাজ্জাদ শেখ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তবে যেভাবে পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দি চম্পট দিলেন, তার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা এবং পুলিশের তপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে সিসি টিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বন্দির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

যেভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। আর শীতের শুরুতে এভাবে ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ছে ঝড়খালির পর্যটন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের তরফ থেকে চলছে ভাঙ্গন রোধের কাজ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমেছে প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসনের তরফ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝড়খালি জেটিঘাট সংলগ্ন ছোট ছোট দোকানদারদের। সকাল থেকে দোকান সরিয়ে নেওয়ার কাজ করছে ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী শুণি হালদার জানান, শীতের মরশুম শুরু হতে ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের আনাগোনা একটু ভেড়েছে তার মধ্যে এই বিপর্য্য। নদী ভাঙনের জেরে দোকানঘর ভেঙ্গে গিয়েছে। কি খাব কিভাবে সংসার চালাবো বুঝে উঠতে পারছি না। সরকারের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অসহায় হয়ে পড়েছি আমরা।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : গড়ফায় একটি স্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল প্রবীণ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ। আত্মহত্যা বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। বুধবারই সকালে জোড়া দেহ উদ্ধার হয়। দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ‘ নোট’। পুলিশ সূত্রে খবর, তাতে লেখা রয়েছে, দম্পতির মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। পাশাপাশি, দম্পতি দম্পতি জানিয়ে গিয়েছেন, নাতির প্রসাদের জন্মেই তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার গড়ফার পূর্বাচল রোড এলাকায় একটি স্ল্যাট ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতির সঙ্গে থাকতেন ৬৫ বছরের সুখ্যা প্রামাণিক এবং তাঁর স্ত্রী সবিতা। বুধবার সকালে তাদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, সুখন্দের ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতি সম্প্রতি পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন।

যুবসমাজকে চোর ও তোলাবাজ বানাতে বন্ধপরিকর মাননীয়া, তোপ তথাগতর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে চোর ও তোলাবাজ বানাতে বন্ধ পরিকর মাননীয়া। বুধবার এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তথাগতবাবু এম্ব হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে চোর ও তোলাবাজ বানাতে বন্ধপরিকর মাননীয়া। চাকরি নেই, তাই স্কোবেলা ক্লাবে বসে চোলাই সেবন মানে এক টিলে দুই পাখি মানুষকে মূল্যেতে পরিবর্তন ও চোলাইয়ের ট্যান্স মারফত অর্থাগমা। এর সঙ্গে আছে কাঠমোহা ত্যাগণ।

জাগ্রত কালী কথা, থলিয়া গ্রামের মজুমদার বাড়ির কালী পূজো

বাগ্মদিত্য ঘোষাল, উলুবেড়িয়া, ৮ নভেম্বর : দীর্ঘ ১৬৮ বছর ধরে খোড় কুচানো দিয়ে কালীপূজোর রেওয়াজ চলে আসছে জয়পুর থানার থলিয়া গ্রামের মজুমদার জমিদার বাড়িতে। সিপাহী বিরোধের দু’বছর আগে ১৮৫৫ সালের কালীপূজোর আগের দিন সকালের কথা। থলিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রূপনারায়ণ (রাও দে সরকার) মজুমদার তখন থলিয়া সহ চারটি বড় গ্রাম নিয়ে তাঁর জমিদারী চালিয়ে আসছেন। কালীপূজোর ঠিক আগের দিন সকালে জমিদার গিন্নি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখলেন কপাটের পাশে কেউ বা কারা একটি কালী ঠাকুরের খড়ের মেড রেখে গিয়েছে। তিনি মনে মনে একবার ভাবলেন মা মহাকালী হয়তো নিজে থেকেই তার বাড়িতে পূজিতা হতে এসেছেন। আবার ভাবলেন এটা নিচুসই কারও কোনও দুর্বিসন্ধি। সেই সময় মজুমদার জমিদারদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী একটি জমিদারের সঙ্গে আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা চলছিল। আর সেদিনই ছিল ওই মাল্কার ফল ঘোষণার দিন। জমিদার গিন্নি ঘোষণা করলেন মামলায় যদি তাঁরা জয়ী হন তাহলে মহাকালীর ওই খড়ের মেডকে তুলেই তিনি খোড় কুচানো দিয়ে হলেও মায়ের পূজো করবেন। আর তাঁরা মামলায় পরাজিত হলে

মহাকালীর ওই খড়ের মেড দামোদরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। আর অঙ্কুত ভাবে সেদিনই বিকেলে আদালত থেকে মজুমদার জমিদারদের মামলায় জয়ী হওয়ার খবর এসেছিল। সেই খবর পাওয়া মাত্র জমিদার গিন্নি তাঁর স্বামীকে সব



বিষয়টি খুলে বলেন। এই কথা শুনেই রূপনারায়ণ মজুমদার তৎক্ষণা জমিদার বাড়িতে কালীপূজোর সমস্ত আয়োজন করার নির্দেশ দেন। তখন যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে সকলে পুজোর তৎপরতা শুরু করে দেন। পুর্নশিল্পী আনা থেকে শুরু করে পূজারীর অধেষণ করা সবই চলতে থাকে জমিদার গিন্নীর তত্ত্বাবধানে। প্যারাক্ফিন লন্ঠনের আলোয় বাতারাতি মহাকালীর খড়ের মেডে মাটি ধরানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। পরের দিন দীপাবলীর রাতে

উদ্ধার হল যুবতীর দেহ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ নভেম্বর : মায়ের সঙ্গে নবমীরা দিন ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। তখনই ঘটে অঘটন। হটাই নির্খোঁজ হয়ে যায় যুবতী। সেই ঘটনার পনেরো দিন পর উদ্ধার হল দেহ। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ততদেহ উদ্ধার করে ওয়ালাস্ হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও, রহস্য মৃত্যু বলে দাবি করেছে পরিবার। মৃতের নাম নীতু কুমারী (২৮।) তিনি ভদ্রেস্বর থানার চাঁপদনি ২৭ এসএম রোডের বাসিণী। ২৬ অক্টোবর নবমীর রাত্রিবোলা নীতু ও তাঁর মা ঠাকুর দেখতে বের হন। দু’দিন পর ভদ্রেস্বর থানায় নির্খোঁজ ডায়রি করে পরিবার। এরপর মঙ্গলবার শ্রীরামপুর টেক্টিটাইল কলেজের পিছনের ব্যোপ থেকে তাঁর দেহ মেলে।

কোলামা কর্মাসিয়াল কোম্পানি লিমিটেড				
GIN: L51109WB1983PLC035719				
রেজিস্টার্ড অফিস : সিএ-২২৬, সিএ ট্রক স্টোর-২, কলকাতা- ৭০০০৬৪				
ইমেইল: colamcommercial@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.colamcommercial.in				
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া				
স্বতন্ত্র অনির্ভর্যকৃত আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক বিবৃতির নির্দেশ				
ক্রম নং	বিষয়	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ টেকসিল (অর্থিক)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ টেকসিল (অর্থিক)	৩০ অক্টোবর ২০২২ গার পুরে (টেকসিল)
১	মোট ব্যাপারের থেকে মোট আয়	১.০৫	১.৩২	৫৫.৭১
২	ট্রেডিসক নিউ লান্ড/হেলেনার (কে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসামান্য আইটেমের মধ্যে)	৫.২৭	৬.০২	১৪.৪০
৩	ট্যান্স সেক্যার অফে ট্রেডিসক নিউ লান্ড/(কর্তি) (অসামান্য এবং/অথবা অসামান্য আইটেমের পুরে)	৫.২৭	৬.০২	১৪.৪০
৪	কে মৌসোনে পুরে নিউ লান্ড/(কর্তি) (অসামান্য এবং/অথবা অসামান্য আইটেমের পুরে)	৫.২৭	৬.০২	১৪.৪০
৫	উক্ত সময়ে সর্বদলপূর্ণ মোট আয় (সম্মিত) লান্ড/(কর্তি (কে সেক্যার পুর) এবং অন্যান্য সর্বদলপূর্ণ আয় (কে সেক্যার পুর))	৫.২৭	৬.০২	১৪.৪০
৬	ইকুইটি শেয়ার মূল্য	২৪.১৪	২৪.১৪	২৪.১৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টিকা)			
	মিলিত	১.০৫	১.৪৫	৫.৪৫
	মিলিত	১.০৫	১.৪৫	৫.৪৫

টিকা ৩) ট্রেডিসকটি SEBI (হ্যাংলিকরণ এবং অন্যান্য প্রচারণা প্রয়োজনীয়) গ্রহণের, ২০১৫ এর অধীন সর্ব কয়েডের
অধারে কর ট্রেডিসক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিশ্লেষণে প্রেরণ মিলিত। ট্রেডিসক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এখানে
সংক্ষেপে লিখক সর্ব কয়েডের অধারকটি এবং হ্যাংলিকরণ সহজ www.colamcommercial.in তে পাওয়া যায়।

পরিচালক সমিতির পাশ্বে গুরু পাশ্বে
এস/পি
রাষ্ট্রপতি প্রচারণা/পি
সার্বজনিক পরিচালক
DIN 0825452২

হাউ: কলকাতা
তারিখ: ০৫.১১.২০২৩

ইউষ্টবঃ উপরেণ্টি সেবি(লিঙ্কিঃ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রযোজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ট্রেমাসিক অর্ধবার্ষিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্দেশ। ট্রেমাসিক অর্ধিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে এবং বার্ষিকপ্ত সন্থঃ www.colamcommercial.in ৩৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া

পরিচালক সারিত্ব এবং পক্ষে প্রত্যাঃ/-

রাফেল প্রজাপর্ভি সাক্ষরিক পরিচালক DIN ৪৪251452

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিন-এল২৫১৯৯ডব্লি১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১

রেজিঃঅফিস-প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফলতা স্পেশাল ইকোনোমিক জোন, সেকটর-১, ২৪ পরগনা(এস) পিন-৭৪৬-৫০৪

প্রধান কার্যালয় ৪১০, ভারদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

৩০.০৯.২০২৩ সমাপ্ত ট্রেমাসিক এবং অর্থ বছরের জন্য অনিরাীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্বাস

		স্বতন্ত্র		একত্রিত	
বিশেষ	কোয়ার্টার শেষ ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরাীক্ষিত)	কোয়ার্টার শেষ ৩০.০৯.২০২২ (অনিরাীক্ষিত)	অর্থবছর শেষ ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরাীক্ষিত)	কোয়ার্টার শেষ ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরাীক্ষিত)	অর্থবছর শেষ ৩০.০৯.২০২২ (অনিরাীক্ষিত)
১।	অপারেশন থেকে মোট আয় (নোট)				
২।	নিট লান্ড (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	৪৮.৯৯	৩৫.৮৬	৮২.৩৯	১৪.৭০
৩।	নিট মুনাফা (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং অসাধারণ আইটেম পরে)	৪৮.৯৯	৩৫.৮৬	৮২.৩৯	১৪.৭০
৪।	নিট মুনাফা (ক্ষতি) করের পর সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং অসাধারণ আইটেম পরে)	৪৮.৯৯	৩৯.৮৬	৮১.৩৯	৯.৭০
৫।	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় লাভলোকসন সমন্বিত) সময়ের জন্য (করের পূর্ব) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	৪৩.৯৯	৩৯.৮৬	৮১.৩৯	২.৬০
৬।	ইকুইটি শেয়ার মূল্য	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭।	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ প্রায়ীত রিজার্ভ				
৮	শেয়ার প্রতি চলতে থাকা এবং বন্ধ করা আইটেমগুলির জন্য) (প্রত্যেকটির অভিজ্ঞতা মূল্য ১০-/-)	০.৬০	০.২৭	০.৫৫	০.০২
টোলিক এবং পাচলা (বার্ষিক নয়)					

ইউষ্টবঃ উপরেণ্টি সেবি(লিঙ্কিঃ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রযোজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ট্রেমাসিক অর্ধবার্ষিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্দেশ। ট্রেমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kryptongroup.com)।

স্থানঃ কলকাতা ০৭.১১.২০২৩
বার্ডের পক্ষে দিঘময় সি. বারদীয়ার পরিচালক ডিঃ ১০২৩০৫৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৮ বৰ্ষ, দৈনিক ৩৩৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ কাৰ্তিক ১৪৩০

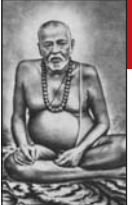
সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

বিশ্ব সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে যেতে শুরু করেছে ততই সাংবাদিক স্বাধীনতা হনন করা শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে দিয়েছে। বহু জায়গায় সাংবাদিক কেন্দাবেচাও হয়ে থাকে। বিধায়ক যদি কেন্দাবেচা হয় তাহলে সাংবাদিক কেন্দাবেচা হবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। আমেরিকার মতো দেশে সেখানে প্রেসিডেন্টকে বাধ্যতামূলক সাংবাদিক বৈঠক করতে হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোথায় গেলেন বা কোন দেশ সফর করলেন বা কোন ঘটনা ঘটলে সে ব্যাপারে সাংবাদিক করতে হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। তিনি সেখানকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁর একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। বিলাতের প্রধানমন্ত্রীকে সাংবাদিক বৈঠক করতে হয়। নাহলে কিন্তু দেশের জনগণ তাঁকে রেহাই দেবে না। প্রধানমন্ত্রী যদি সাংবাদিক বৈঠক করে উল্লেখযোগ্য ঘটনার ব্যাখ্যা যদি দেশবাসীর কাছে না দেন তাহলে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিতে মত দিতে পারে ব্রিটিশ জনগণ। সেখানকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। আবার কোন কোন দেশে সাংবাদিকদের কোনও গুরুত্ব নেই। সেখানকার রাষ্ট্র প্রধানরা সাংবাদিক বৈঠক করেন না। না করলে তাদের ওপরে প্রশাসনিক কোন চাপ আসে না। আবার বহু জায়গায় সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের কোনও স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে মত দেয় না বহু সরকার। আছে বিশ্বে ছড়িয়ে। সেখানকার সাংবাদিক মহল সরকার থেকে যা বলে দেওয়া হয় তাই প্রকাশ করে থাকে। িনি দেশের সংবাদপত্রগুলি তাই করে থাকে। সরকারি সংবাদপত্র। তাদের নিজস্ব কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। সেখানকার সরকার বা কন্সিউনিস্ট পার্টি যা বলে দেবে তাই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে। একই অবস্থা রাশিয়াতেও। যদিও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গর্ভাচভ খানিকটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। এখন সেখানকার সাংবাদিকদের হাত পা বাধা। তাদের কোনও কথা বলা বা প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। মুখ বন্ধ করে সাংবাদিকদের কাজ করতে হবে। নাহলে বিপদ রয়েছে। ইরান দেশের সাংবাদিক বা পাকিস্তানের সাংবাদিকদের কোনও কি বলার স্বাধীনতা রয়েছে? মনে হয় না। সেখানকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপরে বেশি জোর দেওয়া হয় না। কাভারে তে বিব্লুকাপ হয়ে গেল। সেখানেও সাংবাদিকদের উপরে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইরানের খেলোয়াড়রা হিজাব বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলে তাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি এমনকী ইরানের বিদ্রোহী খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোনও সাংবাদিক যাতে দেখা না করতে পারে তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইরান সরকারকে খুশি রাখতে। ইরানী খেলোয়াড়েরা পড়ে ইরানের কাছে নতি স্বীকার করে। তার মানে হল ইরান সরকার তাদের বিব্লুকাপ খেলোয়াড়দের ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছিলো। শান্তি দেওয়ারও ভয় দেখিয়ে ছিল। দেশে ফিরলে কারাগারে রাখা হবে তাও বলা হয়েছিল। আদালতে তুলে সারা জীবন ধরে কারাগারে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ইরান সরকার। আজকে ইরানি নোবেল পুরস্কার প্রাপক নার্গিস কারাগারে বন্দি হয়ে রয়েছেন। তিনি অনশন করতে শুরু করেছেন। তাঁর কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না।

স্কুল শিক্ষার ভিত ছিল শক্তিশালী!

এক সময়ে স্কুল স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করে বিলাতের বহু ছাত্ররা পড়াশুনা করতে যেত। স্কুল শিক্ষা এত শক্তিশালী ছিল যে স্কুল ছাত্ররা অতি সহজে বিলাতের কোনও কলেজে ভর্তি হতে পারতো। এবং দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসতো। আর আজকে সেই স্কুল শিক্ষা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে উচ্চ শিক্ষায় পাশ করতে পারছে না বহু যুবকরা। আসলে শিক্ষা

ব্যবস্থায় গমদ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ম্যানমেড অশিক্ষিত জগত সৃষ্টি করার প্রয়াস চলেছে সারা বাংলা জুড়ে। তর ফলে দেখতে পাওয়া গেল প্রায় আট হাজার স্কুল এখন উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কেশবচন্দ্র নাগের গালিচের বই দিয়ে এখন আর অঙ্ক শেখানো হয় না। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা চর্চা করানো হয় না। সংস্কৃতকে ডেড লান্গুয়েজ বলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার গোড়া কেটে দিয়েছেন ভারতবাসীর পণ্ডিতগণ। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে স্কুল থেকে তুলে দিলেন। তারপরে মাতৃভাষা মাতৃদুধ নিয়ে শ্লোগান তুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে কোপ গিয়ে দিল। তার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ পয়ে পড়ল। এবারে সেটাও আর হবে না আগামী দিনে যেভাবে শিক্ষাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। ‘হীরক রাজা দেশে’ এর সেই শিক্ষামন্ত্রী মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে ‘আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ’। এখন স্কুল বন্ধ হওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলা আবার সেত অতীতের অন্ধকার রাস্তার দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এখন তো সেই পণ্ডিত ছাত্র কেউ নেই। ‘যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি’ সেই বোধ আর নেই। সব কিছু হারাতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। বাংলা লক্ষ্মণিক ছাত্রদের মধ্যে দশ হাজার ছাত্র যদি ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। তাতে বাংলার তাতে কোনও উন্নতি হবে না। বাংলার উন্নতি করতে গেলে প্রায় নব্বই শতাংশ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেটা না করতে পারলে বাংলা অন্ধকারে থাকবে। একে রাজনৈতিক দলের লাভ হবে। কিন্তু বাংলার সার্বিক উন্নতি লাভ করতে পারবে না।



তত্ত্ব সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপিঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপিঠের মায়ের পূজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিলম্ব হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কলকাতার প্রতিটি উদ্যান স্বদেশি সংগ্রামের এক-একটি পীঠস্থান

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম সার্থকতা লাভ না করতে পারলেও স্বাধীনতা জন্য যে লড়াই করতে হবে সেই চেতনাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ, বাঘা যতীন, রাসবিহারী বোস এবং মাস্টারদা সূর্য সেন। জাতির জনক বারবার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। তিনি অহিংসা আন্দোলনের ওপরে জোর দিতে থাকেন। কংগ্রেসের মঞ্চকে অহিংসা মঞ্চে পরিণত করেছিলেন গান্ধিজি। সেই কারণে বিপ্লবী অরবিন্দ কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিলেও তিনি কংগ্রেসি আদর্শের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। বিপ্লবী অরবিন্দ মনে করতেন ইংরেজ শাসকেরা ভারত দখল করেছে অস্ত্র দিয়ে। তারা অতি সহজে ভারত তাগ করবে না। ভারত তাগ করলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং দক্ষিণ এশিয়াতে যে ধরনের আধিপত্য বিস্তার করেছে তা একেবারে বিনিষ্ট হয়ে যাবে। জাপান থেকে শুরু করে সারা এশিয়ার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে বিশ্বের অন্যতম শক্তি হিসাবে পরিচিত লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে বিলেত। বিলেতের রানি তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিশ্বর। তিনি তখন বিশ্বের সেরা রানিতে পরিণত। ইংল্যান্ডের রানি বিশ্ববিদিত করতে তাঁর শক্তিশালী প্রশাসনিক কর্তারা সব সময়ে সচেষ্ট থাকতেন। সেই কারণে গান্ধিজি স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভারতের ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আনেন। ১৯৩০ সালে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন করা হল সারা দেশ জুড়ে। প্রতিটি পার্কারে জনসভায় জাতীয় পতাকা তুলে পূর্ণ স্বরাজের প্রতিজ্ঞাপত্র পড়া হতে থাকলো। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল-“ভারতের ব্রিটিশ সরকার দেশের মানুষকে শুধু স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেনি, সে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে জনগণের শোষনের ওপরে এবং ভারতের সর্বশাস করেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক থেকেও। ...তাই ভারতকে ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন এবং পূর্ণ স্বরাজ বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।” ব্রিটিশদের সঙ্গে সব রকমের সর্ম্পক ছিন্ন করে দেশের জনগণ যখন সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তখনই গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১১ দফা পেশ করলেন। প্রস্তাবগুলি না মানা হলে আইন অমান্য করা হবে হুমকি দিলেন গান্ধিজি। ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন গান্ধিজি ১১ দফা প্রস্তাবকে কোনও অমূল্যই দিলেন না। এই প্রস্তার নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনোও আলোচনা করতে অগ্রহী হল না। তার ফলে ১৯৩০ সালে ১২ মার্চ গান্ধিজি শুরু করলেন ‘ভাঙি অভিযান’। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। বিলেতি কাপড় বর্জন করার ডাক দিলেন। বিপ্লবী সরোজিনী নাইডু

নেতৃত্বে ধরসোনা লবণ গোলা দখল অভিযান করতে গেলে ব্রিটিশ পুলিশ লবণ সত্যাগ্রহীদের ওপরে লাঠি চালাতে শুরু করলো। সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। তিনি লবণ সত্যাগ্রহীদের ওপরে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই সময়ে গান্ধিজির অহিংসা তত্ত্বকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি বাংলার বিপ্লবীরা। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন যেমন চলছিল তেমনই চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের পালনের ডেউ সুদূর চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে তখন তার ডেউ মাস্টারদা সূর্য সেনকে উজ্জীবিত করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি চট্টগ্রামকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা রচনা করে ফেলেছেন। মাস্টারদা সূর্য সেন স্বাধীন ভারত তৈরি করার রাস্তাটা দেখালেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে শাস্ত্র শিক্ষিত বাহিনী দিয়ে লড়াই করা ছাড়া ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতারিত করা একেবারে অসম্ভব। অহিংসা আন্দোলন দিয়ে ব্রিটিশ তাদানো একেবারে অসম্ভব। যে শক্তি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারত দখল করেছিল সেই সামরিক শক্তি দিয়ে ভারতকে আবার স্বাধীন করতে হবে। বিপ্লবী রাসবিহেরী বোস ভারতে সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে ঠিক করলেন জার্মান অস্ত্র এসে পৌঁছায় না দক্ষিণ গান্ধিজি স্বায়ত্তশাসন নিয়ে ভারতের ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আনেন। ১৯৩০ সালে ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন করা হল সারা দেশ জুড়ে। প্রতিটি পার্কারে জনসভায় জাতীয় পতাকা তুলে পূর্ণ স্বরাজের প্রতিজ্ঞাপত্র পড়া হতে থাকলো। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল-“ভারতের ব্রিটিশ সরকার দেশের মানুষকে শুধু স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেনি, সে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে জনগণের শোষনের ওপরে এবং ভারতের সর্বশাস করেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক থেকেও। ...তাই ভারতকে ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন এবং পূর্ণ স্বরাজ বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।” ব্রিটিশদের সঙ্গে সব রকমের সর্ম্পক ছিন্ন করে দেশের জনগণ যখন সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তখনই গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১১ দফা পেশ করলেন। প্রস্তাবগুলি না মানা হলে আইন অমান্য করা হবে হুমকি দিলেন গান্ধিজি। ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন গান্ধিজি ১১ দফা প্রস্তাবকে কোনও অমূল্যই দিলেন না। এই প্রস্তার নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনোও আলোচনা করতে অগ্রহী হল না। তার ফলে ১৯৩০ সালে ১২ মার্চ গান্ধিজি শুরু করলেন ‘ভাঙি অভিযান’। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। বিলেতি কাপড় বর্জন করার ডাক দিলেন। বিপ্লবী সরোজিনী নাইডু



দেওয়ার সিদ্ধান্তকে পাকা করে ফেলেছিল ব্রিটিশ সরকার। তারা বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করে দিয়ে চিরকালের জন্য শান্তির বিধান দিয়ে গেল। আজকে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে তার ফল ভোগ করাছে। ভারত ভাগ করার ফলে যে অশান্তি ভারতকে ভোগ করতে হচ্ছে তার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কৌশলের কাছে অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা করা গেল না। খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকছে তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টি করে জাতি দাম্ভকে চিরকালের জন্য জীবিত করে রেখে দিয়ে বিশ্বায় গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার? বেশির ভাগ ইতিহাসের বিশ্লেষকেরা এই কথাই বলতে শুরু করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারতের গায়ে একটি বিষফোঁড়া বসিয়ে দিয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার। ভারতের অন্য রাজ্যগুলি ভাগ হলো না। কেবল বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করে ভারতের শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করে দিয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার তার ফল এখনও প্রত্যেক ভারতবীদের ভোগ করতে হচ্ছে। আরও কতকাল ধরে ভারতবাসীদের এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে তা বলা যায় না।

মহম্মদ আলি পার্কঃ জালিয়ানওয়ালা বাগের যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তা ভোলার নয়। সে সময়ে মহম্মদ ইসমাইল ও তার ‘নব্যযুবক মুসলিম পার্টি’র কয়েকজন সঙ্গী এগিয়ে এসে সভা করা ডাক দিলেন। কবি ইকবাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন-“কসম উন গাজীয়াঁসে মৌতসে যো জঙ করতে হেঁ (মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়লেন সেই বীরদের নামে কসম ভাই)। এদিকে নিত্য নতুন অত্যাচার শুরু করলেন লর্ড উইলিংডনের সরকার। কলকাতা করপোরেশনের মেয়র তখন সুভাষচন্দ্র বসু। **ময়দানঃ** ‘স্বাধীনতা দিবস’ উদযাপন করতে করপোরেশন ভবন থেকে বের হল একটি মিছিল ২৬ জানুয়ারি। সেই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষা বিভাগের অফিসার ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সচিব এবং

লাইসেন্স অফিসার শৈলেন ঘোষাল প্রমুখ। সেই মিছিলে গম্ভ্যাহুল ছিল ময়দান। সেখানে পৌঁছাতে পারলো না মিছিল। তার আগেই কলকাতা পুলিশের ঘোড়াসওয়ার বাহিনী তাদের ওপরে বাঁপিয়ে পড়ে ব্যটিন চার্জ করতে শুরু করে। বেশ ককেজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। জেলও দেওয়া হয়েছিল ককেজনকে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। কলকাতা করপোরেশনের মিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশ পেল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। তারপর দিন সারা কলকাতা জুড়ে হরতাল পালিত হয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেয়ার বাজার। কোনও দোকান খোলা ছিল না। সেদিন বেশ কয়কজন মহিলা ময়দানের মনুমেন্টের ওপরে উঠে গিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। তার ফলে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ওই মহিলাদের পেঁচো লাটিচার্জ এবং ধরপাকড় শুরু করে। প্রায় পঞ্চাশজন মহিলাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সারা কলকাতা খমখাম। পুলিশ বাধ্য হল সুভাষ বোসের শারীরিক অবস্থা বাংলার জনগণকে জানাতে এবং লালবাজার থেকে মহিলাদের ছেড়ে দেওয়া হল। **পদ্মপুকুর ফ্লোয়ারঃ** ‘বঙ্গবাণী’র সম্পাদক গোপাললাল সান্যালের নেতৃত্বে কলকাতার পদ্মপুকুর রোড, বকুলবাগান রোড এবং রসময় রোড পরিক্রমা করে একটি মিছিল এসে উপস্থিত হল পদ্মপুকুর ফ্লোয়ারে। উদ্দেশ্য ‘স্বাধীনতা দিবস’ পালন। পুলিশ এসে জানালো কোনও রমক সভা করা চলবে না। কিন্তু পুলিশের কথাকে অমান্য করতে গেল পুলিশ লাটিচার্জ করতে শুরু করে এবং বেশ কয়েকজন নেতাকে ধরে ভবানীপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। এর কিছুদিন বাদে হিজলী জেলে যা ঘটল তা পৃথিবীর মানুষকে লজ্জা দেবে। পুলিশ বন্দিদের ওপরে গুলি চালানো থেকে শুরু করে লাটিচার্জ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে বন্দি বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্র এবং বরিশালের তারেকেশ্বর সেন শহিদ হলেন। (ক্রমশঃ...)

গাজায় সরকার তৈরি করতে চান নেতানিয়াহু

বিশেষ প্রতিনিধি

গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে শুরু করে সেখানকার সরকার স্থাপন করতে চান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইজরায়েলকে তার নিরাপত্তার কথা আগে ভাবতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে হামাসের মতো জঙ্গিরা যদি ইজরায়েলের দিকে তাক করে কোনও হামলা না করতে পারে তার দিকে তাকাতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি ইজরায়েলের বিরোধী দল নেতাকে সঙ্গে নিয়ে একটি সরকার তৈরি করেছেন। সেই সরকারই গাজার প্রশাসনিক কাজের দেখভাল করবে। তার ফলে হামাসের হাতে আর কোনও ক্ষমতা থাকছে না। ইজরায়েল এখন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা এখন পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছে যে গাজা তাদের অধিকারে থাকবে। সেখানকার পুলিশ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক দেখভাল করবে ইজরায়েল। বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র নেতারা এ ব্যাপারে আগন্তি করলে তা তা শুনবে না। ইজরায়েলের ব্যাপারে নাক গলাতে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। তারা জানে

ইজরায়েল অতি দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মারপাশ্রু তৈরি করে ফেলে তা দিয়ে আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে। ইরাক, তুরস্ক এবং ইরান এক হলেও তারা কিন্তু ইজরায়েলকে দমন করতে পারবে না। তার কারণ তাদের সেই শক্তি নেই। ইজরায়েলকে দমন করার শক্তি কোনও পশ্চিম এশিয়ার দেশের নেই। তার ফলে ইজরায়েল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্তা ব্লিঙ্কেন তেল আভিতে গিয়েও ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করতে পারেনি। ইজরায়েল এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের সচিবের কোনও কথাতে কান দিচ্ছে না। রাশিয়া যদি রাষ্ট্রপুঞ্জকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায় তাহলে ইজরায়েল তা করবে না কেন তা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েলের নাগরিকেরা। এখন পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ইজরায়েলের ধ্বংস চায়। তারা ইজরায়েলের বন্ধু দেশ নয় বলে ইজরায়েল মন্তব্য করেছে। তারা এখন গাজা দখল করে সেখানকার তদারকি সরকার,প্রতিষ্ঠা করবে। রাশিয়া যদি ইউক্রেন যুদ্ধ করে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে তাহলে ইজরায়েল কেন গাজাকে তাদের দখলে রাখতে পারবে না? এর

কোনও জবাব কেউই দিতে পারছে না। হামাস হানাদার বাহিনী। তাদেরকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে। এদিকে হামাসের ট্যালেনগুলোতে গ্যাস চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে ট্যালেনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হামাস দলের সদস্যরা মারা পড়তে শুরু করেছে। কেউ আবার কোন রকমে ইজরাইল থেকে বের হয়ে ইজরায়েল বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। তবে নেতানিয়াহু দ্বিত্তা করতে শুরু করেছেন যে সাময়িক বিরতি নেওয়া যেতে পারে পণবন্দি ও গাজায় ত্রাণ ঢোকা নিয়ে। গাজায় ত্রাণ প্রবেশ করতে পারছে না। গাজা সীমান্তের সব দিকগুলি বন্ধ করে রেখে দিয়েছে ইজরায়েল। এদিকে ইজরায়েলের এক কট্টরপন্থী নেতা বলেছেন যে গাজা এখন আর প্যালেস্টাইনদের হাতে থাকবে না। বর্তমান প্যালেস্টাইন প্রশাসন ইজরায়েলদের খতম করতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না। ইজরায়েল তাদের অধিকারকে কী করে ছিনিয়ে নিতে হয় তা জানা আছে। গাজাকে নিজেদের দখলে আনার পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পথে বলতে শুরু করে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এদিকে যুদ্ধ

হেরিটেজ কলকাতার শিব মন্দির

বৃন্দাবন ঘাট স্ট্রিট বৃন্দাবন মহারী মন্দির রয়েছে। সেখানে দুটো শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। মাঝারি আকারে আটচালা শিব মণ্ডিরদের কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই। সুবুদ্ধি খাঁ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলা থেকে নবাবি আমলে কর্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন। পদবি দেখে মনে হয় সামরিক বিভাগের কোনও উচ্চদপ্তর কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তী কালে তারা নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে এসে বসবাস করতে শুরু করে। উপে গুদমোহন চৌধুরী জোড়া শিব মন্দিরটি

কলকাতা থেকে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার কোথাও চালাহীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না। জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার একটি কারণ জানতে পারা গিয়েছে। একটি শিবের স্তুতি করে যদি মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে ভক্তরা আর একটি শিবের উপাসনা করতে পারে। জোড়া শিবের উপাসনা করতে সংসার মঙ্গলময় হয়ে উঠে বলে বিশ্বাস করে ভক্তরা। জোড়া

শিব মন্দির গরানহাটীতে দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন পঞ্চদশন দন্ত ১২০৭ সালে। একটি মন্দিরের লিপিপট্রে উৎকীর্ণ আছে ১৩৬৭ সালে কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী রামকানাই যামিনী রঞ্জন দত্তের পুত্রস্বত্ব সংস্থার কয়েকজনের মন্দির দুটোতেই প্রতিষ্ঠিত আছে পাথরের শিবলিঙ্গ। ২১৫ বছরের প্রাচীন এই দুটি শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চদশন

দত্তের বংশধরেরা এখন গরানহাটী স্ট্রিটে বসবাস করে। তাদের বংশের কোনও বধীরা ব্যক্তি এখন আর বেঁচে নেই। নতুন বংশধরদের সঙ্গে দেখা করলে তারা জানায় যে তাদের পূর্ব পুরুষ সম্পর্কে ভালো করে জানা নেই। শুধু জানান গেল পঞ্চদশন দত্ত গরান কাতের ব্যবসায়ী ছিলেন। গরান কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করে গিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে এই জোড়া শিব মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। এককালে এখান গরান কাঠের হাট ছিল।

বেড়াতে যাওয়া

এই শীতে মাতলার মন মাতানো রূপ দেখতে আসুন নতুবা কলকাতার কাছেই সাজানো গোছানো পাহাড়ি গ্রামে

শীত এখনও সেই অর্থে পড়েনি। কৈখালি। সড়ক পথে যেতে হলে তবুও হালকা শীতের শিরশিরানি গড়ি় যা–বারই পুর–জয়নগর,



হাওয়া, মাথার উপরে খোলা আকাশ আর চোখের সামনে বহমান মাতলা নদী দেখতে চলে আসতে পারেন। সুন্দরী প্রকৃতির এই রূপ কলকাতা শহর থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বেই দেখে যেতে পারেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৈখালিতে। মাতলা আর নিমানিয়ার সঙ্গমে অবস্থিত কৈখালি এখানে মাতলা সাগর অভিসারী। তাই তার বিস্তারও বিশাল। মাতলার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা নিমানিয়া যেন তাই একটি হলেও অভিমানী। এর ঢেউ নেই, পাড় ভাঙার কাজ নেই। নিতান্তই সাদামাটি। সাগরগামীনী নয়। তাই তার আত্মবিসর্জন ঘটেছে এই মাতলায়। নদীবাঁধের উপর ইট দিয়ে বাঁধানো পায়ে হাঁটার পথ। এক পশলা বা রামবমিয়ে বৃষ্টি হলে ক্ষতি নেই। বরং উপভোগ করতে পারেন মাতলার রূপ পরিবর্তন। সেই সঙ্গেই রয়েছে সুন্দরবনের মান্যপ্রোভ। চাইলে অল্প দূরে সাগরদীপেও ঘুরে আসতে পারেন।

নিমণীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত কৈখালি পর্যটন আবাস রয়েছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে আগে থেকে যোগাযোগ করে ঘর বুক করতে হক। যাওয়ার দিন আশ্রম থেকে কৈখালিতে থাকার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিতে হবে। এছাড়াও রয়েছে কৈখালি ফার্ম স্টে। কীভাবে মেনে, ভেনে নিন– শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে জয়নগর–মজিলপুর। সেখান থেকে ট্রেকার, অটো বা ভানে জামতাড়া হাট হয়ে

মজিলপুর–নিমণীঠ হয়ে পৌঁছাতে পারেন কৈখালিতে। তার পর শুধু প্রকৃতি আর আপনিকেউ কোথাও যেন নেই বলে মনে হবে। শুধুই শান্তি আর শান্তি। তা যদি ভালো না লাগে তবে চলে আসতে পারেন কলকাতার কাছেই সাজানো গোছানো এই পাহাড়ি গ্রামে। কলমালেরুব গক্ষে ম ক করছে গোটা গ্রাম। রাস্তার ২ ধারে বাহারি ফুলের গাছ। তারসঙ্গে ঝকঝকে নীল আকাশ। যদি ঘুম থেকে উঠে দেখেন এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। মন্দ হবে না। বাস্তবেই এমন একটি জায়গা রয়েছে। আপনার স্বপ্ন এখানে এসে সত্যি হবেই। তার জন্য যেতে হবে না খুব বেশি দূরে। বাড়ালির সবচেয়ে প্রিয় এই মংপুতে এসে থাকতেন। সেই মংপুর পাশেই রয়েছে একেবারে আকোড়া জয়গা লাবদা বস্তি। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ। পাহাড়ি গ্রাম যেমনটা হয়। এখানে হোমস্টে নয় ফার্ম স্টে রয়েছে। সাজানো গোছানো একেবারে ছবির মতো। গ্রাম। পর্যটকদের পা তেমন ভাবে এখনও পড়েনি এখানে। পাহাড়ি আলের রাস্তা বেয়ে পৌঁছতে হয় গ্রামে। সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের দক্ষিণবঙ্গে জমির আল কেমন হয় সকলেই জানেন। কিন্তু

পাহাড়ি গ্রামে কেমন হয় আলের রাস্তা জানেন। এখানে এলে সেটা দেখতে পারেন। গ্রামের বাড়িগুলি একেবারে সারেকি ধাঁচে তৈরি। কাঠের ঘর। ঢালু ঢাল। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনেই রয়েছে সুন্দর সন্দর সব ফুলের বাগান। গ্রামের আরেকটি আকর্ষনীয় জায়গা হল কমলালেরুব বাগান। দূর থেকেই তার গন্ধ পাওয়া যায়। গাছ থেকে কমলালেরুব পেড়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। সিটং কমলালেরুব জন্য বিখ্যাত। কিন্তু লাবদা বস্টিতেও কমলালেরুব কম জনপ্রিয় নয়। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে অথবা শেয়ারে গাড়িতেও আসা যায় এখানে। তবে আগে থেকে ফার্মস্টের মালিককে



আগে থেকে জানিয়ে এলে ভাল। সেকারণে য়াঁরা এখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা একসঙ্গে ঘুরে আসতে পারেন মংপুও। খুব ভালো লাগবে। অথবা আসতে পারেন পাহাড়ে ছোট্ট একটা বাড়ীতে উঠীন জুড়ে চাঁুর ফুলের গাছ। এমন স্বপ্ন পটখ হয় ৯০ শতাংশ বাঙালি বাড়ীকেই দেখে থাকে। উত্তরবঙ্গ নামেই তাঁদের কাছে একটা স্বপ্নের জগত। তবে উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে সেটা কটটা সত্যি তা বলা মুশকিল। তবে এটার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হতে পারেন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। সেকারণে বারবার তাঁরা ছুটে যান উত্তরবঙ্গে পাহাড়ে। পাহাড় যেন চুষকের মত তাঁদের টেনে নিয়ে যায়। এখন আব্দ্য দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ের ভিড়ের থেকে বেশি নিরিবিলি শান্ত

জায়গায় যেতে চাইছেন সকলে। কোনও না কোনও পাহাড়ি গ্রামে কটা দিন নিরিবিলিতে কাটাতে চাইছেন। সেরকমই একটি ছবির মতো সুন্দর গ্রাম প্যারেন্টার। পাহাড় এবং তরাইয়ের সুন্দর মেলবন্ধন হয় এখানে। অন্যাসে এখানে এসে কটা দিন কাটিয়ে যেতে পারেন। কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের মধ্যে পড়ে এই প্যারেন্টার। গ্রামের চারপাশে সোনালি ধানের খেত। তার মাঝে ছোট্ট একটা কটেজ। সেখানেই থাকার জায়গা। ঠিক যেমনটা স্বপ্নে দেখে থাকেন বাঙালি। পাহাড়ে ছোট্ট বাড়ি। ছুটির কটাদিন এই বাড়িটাকেই

মালদা বিভাগে আয়োজিত নিরাপত্তা সেমিনার

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : মাঠ কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য পূর্ব রেলওয়ের ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগ মালদহের ক্রু বুকিং লবি এবং সাহেবগঞ্জ স্টেশনেও সেশটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। আজ (৮.১১.২০২৩) মালদা এবং সাহেবগঞ্জ অনুষ্ঠিত সেমিনারে সিগন্যালের দিকগুলি এবং সিগন্যাল উপেক্ষা করার কোনও ঘটনা এড়াতে জরুরি ব্রেক প্রয়োগের সাথে সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনারে উপস্থিত সমস্ত ট্রেন পাইলটদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে ট্রেনটি সম্পূর্ণ স্টপেজে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা কোনও ব্যক্তিগত কন্মোপকরন না করার জন্য। সেমিনারে নিরাপত্তা বিধির বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়।

নোমারের সদ্যোজাত মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা

৮ নভেম্বর : মঙ্গলবার ফুটবলার নোমারের একমাসের কন্যাসন্তানকে অপহরণের চেষ্টা চালানুত্রীরা। শেষ অবধি কিডন্যাপ করতে না পেরে নোমারের বান্ধবী ব্রনা বিয়ানকার্ভির বাড়িতে ভাগচুর চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে নোমারের বান্ধবীর সাও পাওলোর বাড়িতে। তারকা ফুটবলারের মেয়েকে নিয়ে যেতে না পেরে ওই বাড়ি থেকে ঘড়ি, গয়না এবং বেশ কিছু ব্যাগ নিয়ে দুক্কতীর দল পালায় বলা জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সাও পাওলোতে ব্রনার বাটিে যখন হামলা চালানো হয়, তখন সেখানে ছিলেন ব্রনার মা-বাবা। সেসময় নোমারের সন্তান এবং বান্ধবী ছিলেন না। কন্যাসন্তানকে না পেয়ে রীতিমত ক্রূপাট চালায় তারা। পুলিশ সঙ্গে একজনেই ঘটনা নিয়ে পদক্ষেপ করিয়েছে।সিটিটিভি খতিয়ে দেখে প্রকাশ্যে একজনকে প্রেক্ষতার করা হয়েছে। সেই ব্যক্তি ব্রনাদের প্রতিনেশী বলে জানা গিয়েছে। মোট তিনজন দুক্কতী ছিল। বাকি দু’জনকে ধরার চেষ্টা চলেছে। গত ৭ অক্টোবর এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন নোমারের বান্ধবী ব্রনা। সোশাল মিডিয়ায় তিনজনের ছবি পোস্ট করে এই খবর প্রকাশ্যে এনেছিলেন নোমার স্বয়ং। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নোমারের হাট্টু অপারেশন হল ব্রাজিলেই। ব্রাজিলের হয়ে খেলতে নোমে বা চোট পেয়েছিলেন। এবার ব্রাজিলেই তাঁর অস্ত্রোপচার হল। মনে করা হচ্ছে, আপাতত বেশ কয়েকমাস তাকে মাঠের বইলেই থাকতে হবে। তবে সবমিলিয়ে নোমারের সময়টা যে বেশ খারাপ যাচ্ছে, তা বলই যায়।

গণ ইমেল কর্মসূচি

৮ নভেম্বর : নভেম্বর মাসের ৪,৫,৬ তারিখ ব্যাপী যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে পরিচালিত নবম থেকে দ্বাদশ এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের বর্ধিত চাকরি প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ভারতের সূত্রিমকোর্টে একটি গণ ইমেল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বর্ধিত চাকরি প্রার্থীদের সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই মহামান্য সূত্রিমকোর্টে সুপারনিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয় এবং আইনের জট্টে পড়ে দুর্নীতির কারণে ন্যায় চাকরি থেকে বর্ধিত নবম –দ্বাদশ, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের বর্ধিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগে অস্বা্য আটকে পরে। ফলে সরকার আইনের জটিলতা দেখিয়ে নীরব হয়ে যায়। পাশাপাশি সূত্রিমকোর্টে সুপারনিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য বর্ধিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগে অস্বা্য বুলে যায়। উক্ত বিষয়ে ভারতের সূত্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ক্রত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নবম –দ্বাদশ এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি স্তরের বর্ধিত চাকরি প্রার্থীদের পক্ষ থেকে গণ ইমেল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮টি স্থানে তল্লাশি এনআইএ-র

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : হেরোইন উদ্ধার মামলায় এনআইএ তিনটি রাজ্যের আটটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। মঙ্গলবার শুরু হওয়া এই অভিযান যুববারও জারি রয়েছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আটটি জায়গায় হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িতদের বাসস্থান ও অফিসেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।এনআইএ জানিয়েছে, অভিযান চালিয়ে তাঁরা প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ, আপত্তিকর নথি এবং কিছু ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করেছে। বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য বিশেষ করে হেরোইন বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত মামলায় এই তদন্ত চলছে। গত বছরের এপ্রিলে অমৃতসরের আট্টারির চেকপোস্টে এই মাদকদ্রব্য ধরা পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পরে এনআইএ গত বছরের ডিসেম্বরে চার সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জারি করেছিল। এখনও পর্যন্ত তল্লাশি চলছে।

Name Change
I, SUDHAKAR MONDAL is wrongly recorded in my Voter Card No-WOB1721273, S/O- AKUL MONDAL. Residing at Vill - Chatra, Post-Gokarna, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as YOSODA MONDAL. That my name YOSODA MONDAL and SUD-HAKAR MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, LOURDU PORTIA,WIFE OF MORAIS MANUEL XAVIER VERNON, RESIDING AT HERITAGE SRIJAN TP-T-1,FLAT-4C,72/A TILJALA ROAD, KOLKATA-700046 WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LOURDU PORTIA ANTONYPITCHAI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT LOURDU PORTIA and LOURDU PORTIA ANTONYPITCHAI ALL ARE THE SAME AND ONE INDEN-TICAL PERSON.

Name Change
I, VERNON MORAIS SON OF LESLY MORAIS, RESIDING AT HERITAGE SRIJAN TP-T-1,FLAT-4C,72/A TILJALA ROAD, KOLKATA-700046 WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MORAIS MANUEL XAVIER VERNON VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT VERNON MORAIS AND MORAIS MANUEL XAVIER VERNON ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MUKTAR ALI S/o- UMED ALI. Re-siding at Vill - Bangra, Post- Bangra, Ps- Harishchandrapur, Dist- Malda, Pin- 732140, West Bengal. That my name MUKTER ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berham-pore Murshidabad.

ই-কমার্স ল্যান্ডস্কেপ আলোকিত করছে সিগ্নিফাই ইন্ডিয়া
৮ নভেম্বর : লাইটিং ক্ষেত্রের বিশ্লেণাত সিগ্নিফাই, তার ফিলিপস ডা'ই রেক্ট -টু -ক নজিড মার ওয়েবসাইট চালু করার ঘোষণা করতে পেরে রোমাঞ্চিত। এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ যা গ্রাহকদের লাইটিং এক্সপেরিয়েন্স পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। বিভিন্ন বিভাগ জুড়ে ১০০০ টিরও বেশি কপিউমার প্রোডাক্টসের একটি বিস্তৃত নির্বাচনের সাথে, সিগ্নিফাই ইন্ডিয়া'র নতুন প্ল্যাটফর্ম, In.shop.lighting.philips.co m, তাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জন্য অতুলনীয় স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা এবং অ্যাক্সেস যোগ্যতা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।

Name Change
I, ETIGUPTA SAHA W/o- SUJIT SAHA, Residing at Vill - Golapanji, Post- Golapanji, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. That my name ITI GUPTA is wrongly recorded in my Daughter Birth Certificate, Shall henceforth be known as ETI GUPTA SAHA. That my name ETI GUPTA SAHA and ITI GUPTA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, KAMINI BARMAN S/o- RAJKU-MAR BARMAN, Residing at Vill - Mathurapur, Post- Mathurapur, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732203, West Bengal. That my name KAMENI BARMAN is wrongly recorded in my Son's School Certifi-cate, Shall henceforth be known as KAMINI BARMAN. That my name KAMINI BARMAN and KAMENI BARMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I SHYAMAL KR GHOSH AND SHYAMAL GHOSH, SON OF KR-ISHNA SHIV GHOSH, RESIDING AT 46/2, SARAT GHOSH GARDEN ROAD,KASBA, DHAKURIA, Kolkata, 700031, WEST BENGAL. INDIA.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT SHYAMAL KR GHOSH AND SHYAMAL GHOSH ALSO SHYAMAL KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMAD AHMAD, S/O MO-HAMMED WASIM, R/O SOUTH CITY GARDEN, TOWER-5, FLAT-2L, 61, B.L. SAHA ROAD, NEW ALIPORE KOLKATA -700053, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MO-HAMMED AHMED, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. MOHAMMAD AHMAD AND MOHAMMED AHMED SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAMSHAR ALI,SON OF LATE MD ABUNASAR, RESIDING AT 6/14/H/3 NILMONI HALDER LANE, PO-DHARMATALA, P.S- NEWMARKET, KOLKATA, 700013, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHAMSHER ALI VIDE AN AF-FIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT SHAMSHAR ALI AND MD SHAMSHER ALI ALLARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANITA PASHWAN, W/O LAKHIN-DAR PASWAN, R/O 170/14, CHAKPARA MANASHA COLONY, LILUAH, HOWRAH, PIN-711203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANITA PASWAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/11/2023. ANITA PASHWAN AND ANITA PASWAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I Dilip Roy, S/o Sri Bishwanath Roy residing at 16, Rani Rash Moni road, Dharamatala, Circus Avenue Kolkata-70013 West Bengal. De-clare through affidavit from 1st Class Judicial Magistrate Alipore court vide dated 07.11.2023, which is wrongly recorded as Ankit Rai in place of Ankit Roy in his school cer-tificate. That Ankit Rai and Ankit Roy is one and same identical per-son which is my son.

Name Change
I PUSHKAR AGARWAL & PUSHKAR RAJ GUPTA ALIAS AGARWAL, S/O LATE BHARAT LAL GUPTA, R/O 20, SOUTH PAL GHAT ROAD, JAGTADAL, NORTH 24, PARGANAS, PIN-743125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSHKAR RAJ AGARWAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. PUSHKAR RAJ AGAR-WAL AND PUSHKAR AGARWAL & PUSHKAR RAJ GUPTA ALIAS AGARWAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I NEHA AGARWAL, W/O ANUP AGARWAL, R/O 82, BIDHANNA-GAR ROAD, NATURAL VIEW, FLAT -10C, P.S. ULTADANGA, KOLKATA -700067, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA SINGH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. NEHA AGARWAL AND NEHA SINGH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

দুরন্তবার্তা
 Name Change I, RAJJAK S/o- LATE MIR ENAMUL HOQUE, Residing at Vill - Kamalpur mirpara, Post- Meharpur, Ps- Mothabari, Dist- Malda, Pin- 732207, West Bengal. That my and father name MIR RAJJAK ALI @ APPLE S/o- MIR ENAMUL ALI is recorded in First information re-port/Case Document/ Judgment copy, Case No- 253/2022/Date 18/06/2022 U/S. 341/323/506/34 I.P.C. Shall henceforth be known as RAJJAK S/o- LATE MIR ENAMUL HOQUE, That my and my father name RAJJAK S/o- LATE MIR ENAMUL HOQUE and RAJJAK ALI @ APPLE S/o- MIR ENAMUL ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the S.D.E.M at Malda Court.

Name Change
I SUSANTA GHOSH, S/O GORA CHAND GHOSH, R/O PURBA PARA, THIRAPUR, DOMAR, HOWRAH -711411, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHANTA GHOSH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. SU-SANTA GHOSH AND SUSHANTA GHOSH SAME AND ONE INDEN-TICAL PERSON

Name Change
I MD PARVEZ, S/O ASHIQUE JAN, R/O 29, MIJAN OSTAGAR LANE, CIRCUS AVENUE, KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARVEZ ALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. MD PARVEZ AND PARVEZ ALI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHOKE KUMAR JORH, S/O HARENDRA NATH JAR, R/O ICHAPASAR, P.O. LAKSHMAN-PUR, GHOSH, DIST- TITAGARH, HOOGHLY, PIN-712400, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE JAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. ASHOKE KUMAR JORH AND ASHOKE JAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I SRI DEBABRATA SANTRA & DE-BABRATA SRI SANTRA, S/O ANIL KUMAR SANTRA, R/O 17/4, BI-PLATI, ULLAS KAR DUTTA ROAD, FLAT C2, 2ND FLOOR, P.O BAGHOJATIN, KOLKATA-700086, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DE-BABRATA SANTRA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. SRI DEBABRATA SANTRA & DEBABRATA SRI SANTRA AND DEBABRATA SANTRA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I TURUNIMA DAS, D/O BHUPATI NATH DAS, W/O SAROJ KUMAR DAS, R/O 6/5, BADRINATH TEMPLE STREET, P.S. MANIKTALA, KOLKATA-700004, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARUNIMA DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. TU-RUNIMA DAS AND TARUNIMA DAS SAME AND ONE INDENTI-CAL PERSON

Name Change
I RAVAIYA KHATUN, D/O MO-HAMMAD TASLIM R/O 23/A, KABITIRTHYA SARANI, KHIDDIR-PORE, S.O. KHIDDIRPORE, KOLKATA-700023, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIA KHATOUN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BE-FORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. RABIA KHATOON AND RAVAIYA KHATUN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change
I NIRMALYA MONDAL, SON OF NIRANJAN KUMAR MONDAL, RESIDING AT PURBO TANTUL BERIA, SISTAR NIVEDITA SARANI, PANCHPOTA,RAJPUR 700152, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRMALYA MONDAL VIDE AN AF-FIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT NIRMALYA MONDAL AND NIRMALYA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHANDANA KUNDU,SON OF JI-TENDRA NATH KUNDU, RESID-ING AT BARBARIA SCHOOL PARA,PS-DHANTALA,NADIA-741501,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANBALLAV KUNDU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT CHANDANA KUNDU AND PRANBALLAV KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHAMPABATI MANDAL,WIFE OF BHAGHYADHAR MONDAL,VIL- SAMASPUR,PO-GHOSHPUR,P.S- PARAN, NORTH24PARGANAS-74 3502, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAMPABATI MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023.THAT CHAMPABATI MANDAL AND CHAMPABATI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I GOPAL SAHA & GOPAL CH SAHA, S/O LATE MUKUNDAL CH SAHA, R/O PURATAN BAZAR STREET , P.O & P.S. RANAGATH, DIST- NADIA, PIN-721201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL CHANDRA SAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/11/2023. GOPAL SAHA & GOPAL CH SAHA AND GOPAL CHANDRA SAHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

সিটি সেন্টার-২ স্টেশন এর নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে

কলকাতা, ৮ নভেম্বর : অরঞ্জন লাইনের কবি সুভাষ-বিমানবন্দর (বিমানবন্দর) করিডোরে সিটি সেন্টার-২ মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনটি নিউ টাউনের সিটি সেন্টার -২ এলাকায় আসতে চলেছে, কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত শপিং গন্তব্য সপ্তাহের দিন এবং সপ্তাহান্তে। একবার চালু হলে, এই স্টেশনটি আগামী দিনে হাজার হাজার যাত্রী এবং কেনাকাটা উৎসাহীদের পূরণ করতে চলেছে। এই স্টেশনের কংক্রিটসেয়ের কাজ শেষ। স্টেশনের ছাদের কাঠারিও শেষ। মেঝে গ্রানাইট দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। সিটি সেন্টার-২ মেট্রো স্টেশনে আত্মপূনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ৩৬টি এসকেলটর, ০৪টি লিফ্ট দেওয়া হবে। এগুলি ছাড়াও এখানে ০৬টি সিঁড়িও পাওয়া যাবে। সিটি সেন্টারে ১৮০-মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম থাকবে- চাকি কাউন্টার সহ ২ স্টেশন, স্বয়ংক্রিয় টিকিট করার সুবিধার জন্য স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, ভদ্রলোকের জন্য একটি এবং দিবাঙ্গজনের জন্য একটি ট্রায়েল থাকবে। পাবলিক অ্যাক্সেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর স্ক্রোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে।

উত্তর পূর্ব রেলের ময়লানি-শাহগড় রেলওয়ে সেকশনে বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ৭ নভেম্বর : ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রাশসন ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সদ্য রূপান্তরিত ময়লানি-শাহগড় রেলওয়ে সেকশনে বিশেষ ট্রেন ০৫০৩০০৫০২৯ ময়লানি-শাহগড়-মেলানি চালু করবে। এই উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনের স্টপ এবং সময় নিম্নরূপ হবে। উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেন-০৫০৩০ ময়লানি-শাহগড় উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১২.১৫ টায় ময়লানি থেকে ছেড়ে যাবে, অকল্যা হাঁসপুর থেকে ১২.২৬ টায়, সেহরা মৌ থেকে ১২.৫০ টায়, কুরাইয়া থেকে ১২.৫৯ টায়, দুধিয়াপুর থেকে দুপুর ১৩ টায়, দুধিয়াপুর থেকে দুপুর ১৩ টায় ছাড়বে। ১৩.১৪ টায়, পুরানপুর থেকে ১৩.২৬ টায় এবং এটি প্রসাদপুর থেকে ১৩.৩৭ এ ছেড়ে শাহগড় পৌঁছাবে ১৩.৫৫ এ। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০২৯ শাহগড়-মেলানি উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে শাহগড় থেকে ১৫.৩০ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং প্রসাদপুর থেকে ১৫.৩৮ ঘটিকায়, পুরানপুর থেকে ১৫.৫৫ ঘটিকায়, উদিয়াপুর থেকে ১৬.০২ খ্রি. দুপুর ১৬.০২টায় ছেড়ে যাবে, , কুরাইয়া থেকে ১৬.১৭ টায়, সেহরা মৌ থেকে। ১৬.২৬ টায়, অকল্যা ১৬.৩২ টায় হাঁসপুর ছেড়ে যাবে এবং ১৭.০০ টায় মাইলানিতে পৌঁছাবে।

কর্ণাটকের মান্ডিয়া জেলায় খালে গাড়ি পড়ে মৃত পাঁচ

মান্ডিয়া, ৮ নভেম্বর : কর্ণাটকের মান্ডিয়ার পান্ডবপুরা জেলার কাছে খালে গাড়ি পড়ে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃথবার মান্ডিয়া পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পুলিশের এক অধিকারিক জানিয়েছেন, ভিক্সডেসভারিয়া খালে একটি গাড়ি পড়ে গিয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাল থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, মৃতরা সকলেই কর্ণাটকের টমাকুরু জেলার পিটুর্কুর বাসিদা । কর্ণাটকের মাইসোর জেলায় একটি অনুষ্ঠান থেকে সকলেই গাড়িতে করে ফিরছিলেন। আচমকই তাদের গাড়ি খালে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতরা সকলে, চন্দ্রাপান্না, কৃষ্ণাপান্না, ধনঞ্জয়, বাবু এবং জায়াম্মা। বৃথবার স্কলের দেহ ময়নাতত্ত্বের জন্য পুলিশ পাঠাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃতদের পরিবারকে দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হট পূজায় দুটি জোড়া ট্রেন

কলকাতা, ৭ই নভেম্বরঃ উৎসব ঋতুতে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে দুটি জোড়া হট পূজা বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৮৬২৬০৮৬২৫ রািচি - লাহেরিয়া সরাই - রািচি, হট পূজা বিশেষ ০৮৬২৬ রািচি - লাহেরিয়া সরাই। হট পূজা স্পেশাল রািচি থেকে ০৯.১১.২০২৩ এবং ১৬.১১.২০২৩ তারিখে ২৬.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১৩.২৫ টায় লাহেরিয়া সরাই পৌঁছবে। কোরার পথে, ০৮৬২৫ লাহেরিয়া সরাই - রািচি হট পূজা স্পেশাল লাহেরিয়া সরাই থেকে ১০.১১.২০২৩ এবং ১৭.১১.২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৩.৪০ টায় রািচিতে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি মুড়ি, বোকালো স্টিল সিটি, চন্দ্রপুরা, ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডিহ, ঝাঝা, কিউল, বারাউনি এবং সমষ্টিপুরে রািচি এবং লাহেরিয়া সরাইয়ের মধ্যে থামবে। ০৮০২৫০৮০২৬ হাতিয়া-গোরখপুর-হাতিয়া হট পূজা বিশেষ ০৮০২৫ হাতিয়া-গোরখপুর হট পূজা স্পেশাল ১০.১১.২০২৩ এবং ১৭.১১.২০২৩ তারিখে ২৬.৪৫ ঘটিকায় হাতিয়া ছাড়বে এবং পরের দিন ১৭.২০ টায় গোরক্ষপুরে পৌঁছাবে। কোরার পথে, ০৮০২৬ গোরখপুর-হাতিয়া হট পূজা স্পেশাল ১১.১১.২০২৩ এবং ১৮.১১.২০২৩ তারিখে গোরখপুর থেকে ১৯.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১১.৫০ টায় হাতিয়া পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি রািচি, মুরি, বারাকালনা, লাতেহার, ডার্টনগঞ্জ, গাড়োয়া রোড, ডেহরি অন সোনে, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীনন্দয়াল উপাধ্যায়, বারাগণী, মৌ, বেস্হরা রোড এবং হাতিয়া ও গোরখপুরের মধ্যে দেওরীয়া সদরে থামবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও উৎসব স্পেশাল ট্রেন





পরের ম্যাচে হয়তো বিশ্রামে ম্যাক্সওয়েল!

মুম্বই, ৮ নভেম্বরঃ কাফ মাসলের চোট নিয়েও টিমকে জিতিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। নট আউট ২০১ দেখে বিশ্বয়াবিস্ট হয়ে পড়েছেন সুনীল গাভাসকর থেকে ওয়াসিম আক্রাম। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই প্রথম ওয়ান ডে ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করলেন ম্যাক্স। শুধু তাই নয়, ৫০ ওভারের ফর্মাটে রান তাড়া করতে নেমে কেউ এই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করে দেখালেন। ম্যাক্সির এই ইনিংসকে ব্যাখ্যা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না প্রাক্তনরা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে-তে সর্বকালের সেরা ইনিংস খেললেন কিনা, তা নিয়েও শুরু হয়ে গিয়েছে আলোচনা। সেই ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে এখন অন্য প্রশ্ন। কাফ মাসলের চোটের কী হাল? তিনি কি খেলতে পারবেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে? ১১ নভেম্বরের ওই ম্যাচের উপর নির্ভর করবে শেষ চারের অবস্থান। ম্যাক্সওয়েল খেলতে না পারলে অস্ট্রেলিয়া টিমের কাছে বড় ধাক্কা হতে পারে। ম্যাক্সিকে নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে অজি শিবিরে। তা



অবশ্য গোপন থাকছে না। তবে আশার কথা, হয়তো পরের ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন অলরাউন্ডার। কামিসের কথায়, “ওকে নিয়েই কথা বলছিলাম আমরা। এমন একটি দিন কখনও আসে, যে দিন কোনও একজনকে আক্রামো যায় না। ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, ওর সঙ্গে ক্রিকে আমিও ছিলাম। ওর ক্যাম্প ধরেছিলাম। কিন্তু দেশকে ও কতটা ভালোবাসে চোট নিয়েও ওর খেলাটা তারই প্রমাণ।” টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবেও দায়িত্ব নিয়েছেন কামিস। ৬৮ বলে নট আউট ১২ করেছেন। একটা দিক আটকে রেখেছিলেন কামিস। কিন্তু ম্যাচটা এমন পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল, তাকে ছাড়া আর কিছু আলোচনা করা যায়নি। বাংলাদেশ ম্যাচে কি ম্যাক্সিকে পাওয়া যাবে? কামিস বলে দিচ্ছেন, “ও এখন ভালোই আছে।” তবে চোটের যা বছর, অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলতে গিয়ে যতটা ধকল নিতে হয়েছে তাকে, তাতে হতো পরের ম্যাচে বিশ্রামও দেওয়া হতে পারে। শেষ চারের অঙ্ক নিয়ে চাপে নেই অস্ট্রেলিয়া। সেমিফাইনালে চোটমুক্ত ম্যাক্সকেই চাইছে অস্ট্রেলিয়া।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাবরকে পিছনে ফেললেন শুভমন

দুবাই, ৮ নভেম্বরঃ আইসিসি ওডিআই ক্রমতালিকায় বাবর আজম যে সিংহাসনচ্যুত হতে চলেছেন, তা নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে বার বার আলোচনা হয়েছে। এ বার সেটাই হল। আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ের পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমকে পিছনে ফেলে সিংহাসন দখল করলেন ভারতের তারকা ওপেনার শুভমন গিল। ভারতের চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছলেন শুভমন গিল। তার আগে অতীতে পূর্বদলের আইসিসি ওডিআই ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন সচিন তেন্তুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলি। শুভমন গিল যেমন ওডিআই ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় সিংহাসনে বসেছেন, তেমনই বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। চলতি বিশ্বকাপে এখনও অবধি ৬টি ম্যাচে খেলেছেন শুভমন গিল।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে টুর্নামেন্টের প্রথম ২টো ম্যাচ খেলতে পারেননি গিল। তা না হলে আরও কিছুদিন আগেই হয়তো আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান পৌঁছে যেতেন শুভমন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে ৯২ রানের অনবদ্য ইনিংসের সুবাদে আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় উন্নতি হয়েছে শুভমনের। এখনও অবধি চলতি বিশ্বকাপে ৮টি ম্যাচ

এক নম্বরে উঠে পড়লেন সিরাজ



খেলে বাবর আজম করেছেন ২৮২ রান। কিন্তু আইসিসি রেটিং পয়েন্টে তিনি পিছিয়ে পড়েছেন শুভমনের থেকে। ভারতীয় ওপেনার শুভমনের রেটিং পয়েন্ট ৮৬০। আর বাবরের ৮২৪। এই তালিকায় তিনি রয়েছেন কুইন্টন ডি'কক। আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় চারে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৭৭০। বিরাটের থেকে ডি'ককের পয়েন্টের

ফারাক মাত্র ১ এর। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৭৬৯ পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছেন ৬ নম্বরে। আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে বোলারদের তালিকায় ভারতীয় বোলারদের উন্নতি হয়েছে। শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজ (রেটিং পয়েন্ট ৭০৯)। তিনি ছাড়াও আইসিসি ওডিআই ক্রমতালিকায় ভারতের আরও ৬ বোলার

তুমুল অশান্তি ফুটবল ফেডারেশনে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে সচিব পদ থেকে ছাঁটাই সাজি

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বরঃ যে জুটি প্রফুল্ল প্যাটেল-কুশল দাসের ছুটি করে দিয়েছিল, ভারতীয় ফুটবলে নতুন সকাল আনার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা ভেঙে গেল আচমকই। সচিব সাজি প্রভাকরকে ছাঁটাই করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কারণেই হঠাৎই বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বিশ্বাসভঙ্গের কারণ কী, তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না। সাজির প্রতি অনাস্থা আনা হয়। তাকে ছাঁটাই করার পক্ষে রায় দিয়েছে আইএফএফের কার্যকরী সমিতি। চূড়ান্ত নোটিশে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ও দুই ভাই প্রেসিডেন্ট। অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলানো সত্বেনারায়ণ এম। কল্যাণ ও সাজিই জুটিতে ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পদে পা রেখেছিলেন। কিন্তু সময় ঘুরতে না ঘুরতে দু'জনের দুরত্বও বাড়তে থাকে। তা যে এমন জায়গায় চলে যাবে, কেউই আন্দাজ করতে পারেননি। সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা মাইনে পেতেন



প্রতি মাসে। যা আগের সচিব কুশল দাসের মাইনের দ্বিগুণ। চোদ্দো মাসের মধ্যে ফেডারেশন থেকে ছাঁটাইয়ের পিছনে আরও অনেক কারণ আছে, এমনও বলা হচ্ছে। সাজি কিন্তু ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছেন। ফেডারেশনকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তাতে লিখেছেন, ‘ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একমাত্র কার্যকরী সমিতির হাতে ক্ষমতা আছে সচিবকে বরখাস্ত করার। কিন্তু আমাকে যে ভাবে সরানো হয়েছে, তা গঠনতন্ত্র মেনে হয়নি, কার্যকরী সমিতিও সন্মতি দেয়নি।’ নাম না করলেও ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের দিকেই সাজির অভিযোগের তির। লিখেছেন, ‘এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে ষড়যন্ত্র রয়েছে, এ নিয়ে সন্দেহ নেই। সেটা কী, বুঝতে পারছি না। অতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। ১০০ শতাংশ সত্যতা নিয়ে কাজ করেছি এতদিন। ভারতীয় ফুটবলের বিরুদ্ধে যাবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত কখনও নিইনি।’

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন সুনীল নারিন, চিন্তায় কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকরা

অ্যান্টিগা, ৮ নভেম্বরঃ তাঁর স্পিনে কুপোকাভ বিশ্বের তারক ডাবড ব্যাটাররা। সেই তিনিই এ বার ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। তিনি ক্যারিবিয়ান বিশ্ময় স্পিনার সুনীল নারিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নারিনকে দেশের হয়ে ক্রিকেটে অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। নারিনকে কি তা হলে আর ২২ গজে দেখা যাবে না? চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন তাঁর ভক্তরা। অবশ্য সুনীল নারিন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে তিনি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। তাতে ধরেই নেওয়া যায়, আইপিএল বা অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আরও কিছুদিন খেলতে দেখা যাবে নারিনকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আট বছর খেলেছেন নারিন। ২০১১ সালে ভারতের বিরুদ্ধে

আমেনাবাদে ওডিআইতে ডেবিউ হয়েছিল সুনীল নারিনের। আর ভারতের বিরুদ্ধেই তিনি আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ম্যাচও খেলেছিলেন। ২০১৯ সালে শেষ বার ক্যারিবিয়ানদের জার্সিতে খেলেছিলেন নারিন। চার বছর ধরে আর দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি নারিন। এ বার তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন নারিন। নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন সুনীল নারিন। তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় নাইট

রাইডার্স সমর্থকদের মাথায় হাত উঠেছে। কিন্তু বেশি চিন্তার নেই। কারণ, এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি সুনীল নারিন। ফলে আশা করাই যায় আরও কিছুদিন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাবেন নারিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট, মাইলস বাসকর্ষ বলেন, “আন্তর্জাতিক মঞ্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তাঁর অবদানের জন্য আমি সিডব্লিউআইএর পক্ষ থেকে সুনীল নারিনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি এমন একজন বোলার

ছিলেন, যিনি ভক্তদের উত্তেজিত করতেন এবং তাদের খেলার সঙ্গে যুক্ত করে রাখতেন। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং আক্রমণের ‘এক্স’ ফ্যাক্টর ছিলেন। এবং তাঁর থেকে আমরা বেশ কিছু আশ্চর্যজনক স্ট্রোক দেখেছি। আমরা সকলেই শ্রীলঙ্কার তাঁর জাদুকরী বোলিং পারফরম্যান্সের কথা মনে করি, তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জিততে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এখনও যেহেতু খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর আরও সাফল্য কামনা করি।”

স্বার্থের সংঘাত নিয়ে অভিযোগের জবাবে ইনজামামের ব্যাখ্যা

ইসলামাবাদ, ৮ নভেম্বরঃ পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক পদ থেকে গত মাসে সরে দাঁড়ান ইনজামাম-উল-হক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নব্বিন্ধিত একটি খেলোয়াড়দের ব্যবস্থাপনা কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার আছে এবং সে কারণে দলে খেলোয়াড় নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছে-ইনজামামের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে এমন অভিযোগ গুঠার পর পিসিবি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। স্বাধীন তদন্তের সুযোগ করে দিতে প্রধান নির্বাচকের পদ ছেড়েছিলেন ইনজামাম। এবার চিডি সাক্ষাৎকারে ইনজামাম দাবি করেছেন, তিনি ইয়াজু নামের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে আছেন। তবে এই প্রতিষ্ঠান খেলোয়াড়দের ব্যবস্থাপনা করে না। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানের মালিক বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদির এজেন্ট তালহা রেহমানি। ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, রিজওয়ান ও রেহমানি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদও সামলাচ্ছেন। স্বার্থের সংঘাত গুঠার অভিযোগের জবাবে ইনজামামের ব্যাখ্যা, প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়ার আগে বোর্ড তাঁর কাছে এই বিষয়ে কিছু

জানতে চাইলে তিনি সানন্দে বলতেন। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেন নেই বলে দাবি করেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যান। ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে ইনজামাম দুই দিন আগে পিসিবিতে একটি চিঠি পাঠান। তদন্ত কমিটি এখনো তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যদিও ইনজামাম মনে করেন, তদন্ত কমিটির তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল এবং তালাহ রেহমানিকে কেন এখনো ডাকা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ইনজামাম। ক্রিকেট পাকিস্তান ইনজামামের বক্তব্য প্রকাশ করেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনে সাইকেলের হেলমেট সরবরাহ করতে কোভিড মহামারির সময় তাঁরা ইয়াজু নামের একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। ব্যবসা করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সফলতার মুখ দেখেননি। ইনজামাম দাবি করেন, তাঁকে জানানো হয় সায়া করপোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান ক্রিকেটারদের চুক্তিপত্র ব্যবস্থাপনা করে-ইনজামামের চুক্তিও-এবং তাঁরা ব্র্যান্ড এনড্রোস্টেমেন্টে খুব দক্ষ। আর কেন্দ্রীয় চুক্তির ব্যাপারটি ফয়সালা হয়েছে গত জুনে, তখন ইনজামাম



পিসিবিতে ছিলেন না বলে দাবি করেন। প্রধান নির্বাচক হিসেবে তিনি এসেছেন আগস্টে। তত দিনে চুক্তিপত্রে কে কে থাকছেন এবং ক্যাটাগরিগুলো নিশ্চিত হয়ে গেছে। ইনজামাম দাবি করেন, চুক্তি নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের করেন, সায়া করপোরেশনের নথিপত্র বোর্ডে আছে। বিষয়টি গোপন কিছু নয়। স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ যখন উঠেছিল, তখন পিসিবি ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান জাকা আশরাফ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠান চার বছর ধরে ব্যবসা পরিচালনা করছে বলে দাবি করেন ইনজামাম। ওয়ানডেতে পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ইনজামাম এরপর সরাসরি প্রশ্ন করেন, “বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদি এবং অন্য ক্রিকেটাররা কি শুধুই আমার প্রভাবে খেলে? এমনকি যখন আমি প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে নেই তখনও? আমি খেলোয়াড়দের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছি, সেই প্রশ্ন দিন?” ইনজামাম জানিয়েছেন, প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব তিনি নিতে চাননি। হুপিও প্যাটি স্টেট পরানোর কথা বলে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন। ইনজামাম দাবি করেন, তিনি কাউকে নিয়ন্ত্রণ করেননি। এসব বলে যেন তাঁকে লজ্জায় না ফেলা হয়। প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে অনুশোচনার কথাও জানিয়েছেন ইনজামাম, “অনেকেই প্রশ্ন করে, অন্যান্য যখন এই দায়িত্ব নেয়নি, তখন আমি কেন প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নিলাম। এখন

আমার সে জন্য অনুশোচনা হয়। তদন্তটা ভালোভাবে হওয়ার জন্যই দায়িত্ব ছেড়েছি।” গত ৩০ অক্টোবর ইনজামামের পদত্যাগের খবরে জানা গিয়েছিল, তদন্তে নির্দেশ প্রমাণিত হলে তিনি আবারও দায়িত্বে ফিরবেন। পিসিবির মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস বিভাগের প্রধান আলিয়া রশিদ জিও নিউজকে বলেছেন, স্বার্থের সংঘাত তৈরি হতে পারে এমন কোনও কিছু বোর্ডকে জানানো উচিত ছিল ইনজামামের, “সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত নিয়ে পিসিবিকে জানানোর দায়িত্বটা ইনজামামের। বিশ্বকাপের সময় কোনও ক্রিকেট বোর্ডই সংবাদমাধ্যমে কৌতুকের কারণ হতে চায় না।” আলিয়া রশিদ দাবি করেন, ইনজামামের দায়িত্ব ছাড়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না, “ইনজামাম কেন পদত্যাগ করলেন, সেটা আমার বোধগম্য নয়। তার বোঝা উচিত ছিল, এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে পিসিবিকে পদক্ষেপ নিতেই হতো। পিসিবি পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবস্থা নিয়ে স্বার্থের সংঘাত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করেছে, কিন্তু ইনজামামকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি।” আলিয়া রশিদ আরও জানিয়েছেন, এই তদন্তের অংশ নন পাক উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান রিজওয়ান।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • দ্বাদশ সংখ্যা • ১ নভেম্বর ২০২৩

শীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কতা

- শীতের শুরুতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কতা
- শীতেই বাড়ি বাড়ি ব্যাখা
- শীতের হাওয়ায় গলার সমস্যা
- শীতের আমেজে ফল-সজির ভূমিকা
- শীতের দিনে শিশুর যত্ন
- হাটু প্রতিস্থাপন কেন বা কখন করা প্রয়োজন
- সমস্যা যখন প্রস্টেট ও কিডনি স্টোনে
- পেসমেকার ও আই সি ডি-র ভূমিকা
- মাসল ডায়েজ প্রতিকার

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন